চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 November, 2019 ■ আগরতলা, ৬ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৯ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৪৪ ধারা জারি, মোতায়েন পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী

শরণার্থীদের অবরোধ আন্দোলন দমাতে বলপ্রয়োগের পথেই হাটছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। রিয়াং শরণার্থীরা অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করছে না। অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার নতুন প্যাকেজের ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁরা মিজোরামে ফিরে যাচ্ছেন না। তাই, অবরোধ আন্দোলন দমাতে বলপ্রয়োগের পথেই হাঁটতে হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারকে। কারণ, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অবরোধের জেরে দশদা-আনন্দবাজার এলাকায় জনজীবনে ব্যাঘাত ঘটছে। শুধু তাই নয়, ওই এলাকায় পরিবেশ থমথমে হয়ে রয়েছে। তাই, আজ মধ্যরাত থেকে আশাবাড়ি এবং নাইশিংপাড়া এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করছে কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য।

প্রসঙ্গত, রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে আবারো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। গত ৩ অক্টোবর থেকে প্রক্রিয়া শুরু হলেও হাতেগুনা কয়েকটি পরিবার মিজোরামে ফিরে গেছেন। এদিকে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১ অক্টোবর থেকে শরণার্থী শিবিরে বিনামূল্যে রেশন এবং নগদ আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, অনাহারে শরণার্থীদের মৃত্যু হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এখন পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরে শিশু সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, তাঁদের শুধুই যে খাদ্যের অভাবে মৃত্যু হয়েছে সরকারিভাবে এমন কোন ঘোষণা দেওয়া হয়নি। শিশুরা অজানা জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন এবং সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে না যাওয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া, দুই জন বয়স্ক মহিলার বার্ধক্যজনিত কারণেও মৃত্যু হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গত ৩১ অক্টোবর থেকে সকাল ৫টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দশদা থেকে আনন্দবাজার রাস্তা অনির্দিষ্টকালের অবরোধ শুরু করেছেন শরণার্থীরা। এমবিডিপিএফ সংগঠনের নেতাদের নেতৃত্বে শতাধিক রিয়াং শরণার্থী প্রতিদিন অবরোধ করছেন। শুধু তাই নয়, তারা খাদ্য গুদাম লুঠের হুমকি দিয়েছিলেন। তাই, আনন্দবাজার খাদ্য গুদামের ২০০ মিটার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসন।

এদিকে, গতকাল কাঞ্চনপুর ডাক বাংলোতে ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব কুমার অলোক উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও মহকুমা প্রশাসনকে সাথে দিয়ে উদ্ভুত ওই পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে মিজোরামে ফিরে গেলে রিয়াং শরণার্থীদের অতিরিক্ত ২৫ হাজার টাকা দেওয়ার প্যাকেজের ঘোষণা দেন তিনি। তবে, তিনদিনের মধ্যে শরণার্থীদের মিজোরামে ফিরে যাওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাতে শরণার্থীরা এখন পর্যন্ত সাড়া দেননি বলে জানিয়েছেন কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য।

তিনি আজ জানিয়েছেন, শরণার্থীদের অবরোধ আজকেও চলেছে এবং তারা কেন্দ্রের নতুন প্যাকেজ ঘোষণাতেও এখনও সাড়া দেননি। কারণ, কোন শরণার্থী পরিবার আজ মিজোরামে ফিরে যাননি। তবে, আগামীকাল থেকে তাদের রাস্তা অবরোধ করতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, আজ মধ্যরাত থেকে দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা আশাপাড়া ও নাইশিংপাড়া এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে হবে। তার জন্য ইতিমধ্যে মাইকিং করে বিষয়টি সকলকে অবগত করা হয়েছে। তবুও, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত টিএসআর এবং সিআরপিএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, নিরাপত্তা বাহিনী এসে পৌছে গিয়েছে এবং আগামীকাল সকাল থেকে কাউকে অবরোধ করতে দেওয়া হবে না। তিনি সতর্ক করে বলেন, জোর করে কেউ রাস্তা অবরোধ করতে চাইলে প্রশাসনকেও বাধ্য হয়ে বল প্রয়োগ করতে হবে।

বাইকের চাকায় শাড়ির আঁচল মহিলাকে পিষে মারল লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। বাইকের চাকায় শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে রাস্তায় ছিটকে পারলে পেছন থেকে দ্রুতগামী লরি পিষে দেয় মহিলাকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত লরি চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

আজ দুপুরে মঞ্জু শীল(৫৫) স্বামীর সাথে টিআর-০৩-এইচ-৯৩৫৫ নাম্বারের বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন। উদয়পুর-অমরপুর সড়কের গান্ধারী এলাকায় ওই মহিলার শাড়ির আঁচল বাইকের চাকায় পেঁচিয়ে যায়। তাতে তিনি বাইক থেকে ছিটকে। ওই সময় পেছন থেকে দ্রুতগামী একটি লরি ওই মহিলাকে পিষে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য অনুযায়ী, টিআর-০৩-১৬৭৩ নাম্বারের লরিটি প্রচণ্ড গতিতে ছিল। ওই মহিলা রাস্তায় ছিটকে পড়তেই লরির চালক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি এবং মহিলাকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যান।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অমরপুর থেকে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং মহিলাকে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তবে, শেষ রক্ষা হয় নি। জি বি হাসপাতালে নিয়ে পথেই মহিলার মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। ওই ঘটনায় পুলিশ জানিয়েছে, লরি চালকের সন্ধানে খোঁজ চলছে। কারণ, দ্রুতগতির কারণেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি চালক। এদিকে, মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

আগরতলাকে স্মার্ট বানাতে গিয়ে শিকেয় উঠল সবুজায়ন গণহারে চলছে বৃক্ষ নিধন

শহরের উত্তর গেইটে কেটে ফেলা হয় বহু পুরনো গাছ। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। শহর আগরতলার পরিধি বেড়েছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জন সংখ্যা। চাপ বাড়ছে গাড়ির। নিত্য যান জট শহরের একাংশে লক্ষ্য করা যায়। এর উপর শহরকে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক জীবন মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শহরের একাধিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটানো হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এতে করে শহর আগরতলার চেহারাটাই বদলে যাবে আগামী দিনে।

স্বাচ্ছন্দ্য আসবে নিত্য জীবনে। আর এই লক্ষ্যে রাজধানীর উত্তর গেইট এলাকায় যান চলাচলের গতি বাড়াতে পুরনো সড়ক ভেঙে তৈরি হচ্ছে নতুন লেনের রাস্তা। যার জন্য প্রসস্ত করতে হবে রাস্তা। কিন্তু এই রাস্তা প্রসারিত করতে গেলে জায়গায় প্রয়োজন। সেই পরিমাণ মত জায়গার জন্য রাস্তার ধারে থাকা গাছ কাটতে হচ্ছে। দুধারে থাকা প্রায় ১৪ টি গাছ কাটার প্রক্রিয়া চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। শ্রমিকরা এই গাছ কাটার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ধারাবাহিক ভাবে এই ১৪ টি গাছ কাটা হচ্ছে। সবুজায়ন নিয়ে দেশজুড়ে যখন প্রচার ও কর্মসূচি চলছে, ঠিক তখন এই ভাবে রাস্তার জন্য গাছ কাটা নিয়ে অনেকের মধ্যেই রয়েছে গুঞ্জন। শহর স্মার্ট হবে এটাই প্রত্যাশা রাজ্যবাসীর।

কিন্তু এই স্মার্ট শহরের মধ্যে প্রানের স্পন্দন হারিয়ে যাচ্ছে না তো — এটাও দেখতে হবে বলে মত পরিবেশ কর্মীদের। শ্রমিকরা জানান রাস্তা বড় করার জন্য এই গাছ কাটতে হচ্ছে। তাই তারা গাছ কাটার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মোট ১৪ টি গাছ কাটা হবে বলে জানান তারা।একটি গাছ , একটি প্রান। এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে ধারাবাহিক চলছে প্রসংশনীয় একাধিক কর্মসূচী। জাতীয় সড়কের ধারে বৃক্ষ রোপণ করে অনন্য নজির স্থাপন করেছে ত্রিপুরা। নতুন করে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য সকল স্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইখোড়ায় গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার হাপানিয়ার যুবক, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। মঙ্গলবার বিকালে শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া থানার অন্তর্গত মরনসুর পাড়া সংলগ্ন রাস্তার পাশ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবককে উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন বিকালে স্থানীয় লোকজন গলা কাটা রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার এক যুবককে রাস্তার পাশে পরে থাকতে দেখে বাইখোরা থানার পুলিশকে খবর দেয়।

বাইখোরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে বাইখোরা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত যুবককে গোমতী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রকে যৌন নির্যাতনের দায়ে ট্রাস্টের কর্ণধার জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৫ নভেম্বর।। সিমনা কাতলামারাস্থিত কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুলের ছাত্রকে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তথা স্কুলের পরিচালক মান্না রায়কে সোমবার সিধাই থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। ছাত্রের পরিবারের যৌন নিগ্রহের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দন্ডবিধির পকসো আইনের ১০/১২ ধারা এবং ৩৭৭/৫১১ আইপিসি ধারা মোতাবেক মামলা গ্রহণ করে পশ্চিম ত্রিপুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মঙ্গলবার তাকে সোপর্দ করে সিধাই থানার পুলিশ।

গোমতীর জলে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। অবশেষে বহু খোঁজাখুঁজির পর উদয়পুরের ছনবন পাম্প হাউস সংলগ্ন গোমতী নদীর তীর থেকে উদ্ধার হয় গোমতী নদীর জলে নিখোঁজ দিলীপ সাহার মৃতদেহ।

রবিবার রাতে উদয়পুর মহকুমার পুর পরিষদের ১৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিলিপ সাহা উদয়পুরের সুভাষ সেতুর উপর থেকে নদীতে ঝাপ দেয়। সংসারে কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে গোমতী নদীর জলে ঝাপ দেয় বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর নজরে বিষয়টি এলে খবর দেয় রাধাকিশোরপুর থানায়।

ঘটনাস্থলে পথচলতি মানুষ এই বিষয়টি দেখে দিলীপ সাহাকে উদ্ধার করতে নেমে পরে গোমতী নদীর জলে। খবর দেওয়া হয় মহকুমা শাসককেও। বহু খোঁজাখুঁজির পরও দিলিপ সাহার কোন হদিশ না পেয়ে আনা হয় ডুঙ্গট্রচ এর একটি টিম। রবিবার রাতের পর সোমবার সকাল থেকে ফের নদীতে চলতে থাকে তল্লাশি। গোমতী নদীর জলে এনডিআরএফ এর টিম এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীরা সোমবার দিনভর তল্লাশি অভিযান চালিয়ে নিখোঁজ দিলিপ সাহার কোন হদিশ পায়নি।

অবশেষে মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার হয় দিলীপ সাহার মৃতদেহ। এইদিন উদয়পুরের ছনবন পাম্প হাউস সংলগ্ন গোমতী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের বেপরোয়া বেত্রাঘাতে চতুর্থ শ্রেণীর দুই ছাত্রী গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় নিয়ে এসে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমশ বিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যার জলন্ত উদাহরণ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর প্রগতি বিদ্যাভবনের প্রাত বিভাগে ঘটে যাওয়া ন্যাক্কার জনক ঘটনা।

এইদিন বিদ্যালয়ের প্রাত বিভাগের গুণধর শিক্ষক রথিন্দ্র চৌধুরীর বেধড়ক প্রহারে দুই ছাত্রীকে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। অনেকদিন আগে থেকে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর মারধর করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী, স্বাভাবিক ভবেই তারা শিশু। শিশু শিশু সুলভ আচরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। এইদিন বিদ্যালয়ের প্রাত বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীরা শ্রেণী কক্ষের অভ্যন্তরে নিজেদের মধ্যে খেলাধুলায় ব্যস্ত। খেলার ছলে তারা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে জল ফেলে দেয়।

আর তার জন্য শিক্ষক রথিন্দ্র চৌধুরী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রচুর সম্পত্তির মালিক ব্রু নেতারা, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে দিতে তৎপরতা

আগরতলা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) ।। রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে দিতে ফের তৎপরতার অভিযোগ উঠেছে ব্রু নেতাদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় বিলাসবহুল জীবনযাপন ব্রু নেতাদের দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির সাথে জড়িয়ে থাকাকেই ইঙ্গিত করছে বলে মনে করা ভুল হবে না। কারণ, একদিকে রিয়াং শরণার্থীদের রেশন এবং আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ায় না খেতে পেয়ে মৃত্যুমিছিল শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবুও তাঁরা মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে আপত্তিতে অনঢ় রয়েছেন। অথচ, ব্রু নেতাদের কূটচাল তাঁরা বুঝতে পারছেন না। এমবিডিপিএফ সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্পত্তির হিসেব থেকেই স্পষ্ট তাঁরা কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রিয়াং শরণার্থীদের মগজ ধোলাই করে চলেছেন। ব্রু নেতাদের জন্যই রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ফের ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি, ব্রু নেতাদের সম্পত্তির হিসেব ত্রিপুরা পুলিশের হাতে এসেছে। ওই তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরা পুলিশের আধিকারিকের কথায়, ব্রু নেতারা প্রত্যেকেই বিত্ত বৈভবে সমৃদ্ধ। কিন্তু, তাদের ওই সম্পত্তি কিভাবে হয়েছে কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। তিনি জানান, এমবিডিপিএফ সংগঠনের সভাপতি এ সায়্যিবুঙ্গার ছেলেমেয়েরা নামি বেসরকারি স্কুলে পড়াশুনা করছে। তাছাড়া, তাঁর কাছে দামী বাইক এবং তার ধর্মনগর-গুয়াহাটি রুটে বিলাসবহুল রাত্রিকালীন বাস পরিষেবার ব্যবসা রয়েছে।

ওই আধিকারিক আরও জানান, এমবিডিপিএফ সংগঠনের সহ সভাপতি আর লালডুঙলিয়ানার সন্তানরাও ভুবনেশ্বর এবং শিলঙে বেসরকারি নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করছে। তাঁর একটি কমান্ডার জীপ, একটি দামি গাড়ি ও একটি দামি বাইক রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনছড়া এলাকায় ৯ লক্ষ টাকা খরচ করে ২ কানি জমি কিনেছেন এবং এসবিআই-তে প্রচুর টাকা জমা রেখেছেন।

ব্রু নেতাদের সম্পত্তির হিসাব এখানেই শেষ নয়। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, এমবিডিপিএফ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকেরও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল। তিনি জানান, এমবিডিপিএফ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্রুনো মিশর সন্তানরা পানিসাগর এবং শিলঙে নামি বেসরকারি স্কুলে পড়াশুনা করছে। তাছাড়া, তাঁর একটি দামি মোটর বাইক এবং একটি মারুতি ভ্যান রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, ২০১৮ সালে এসবিআই কুমারঘাট শাখায় তিনি ১৫ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন। ওই টাকা তিনি কিভাবে উপার্জন করেছেন তার কোন হিসেবে এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু, ব্রু নেতার ব্যাঙ্ক একাউন্টে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা জমা পড়া খুবই রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিচার বিভাগীয় তদন্তের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নিল দিল্লী পুলিশের বিক্ষুব্ধরা

নয়াদিল্লী, ৫ নভেম্বর।। ১৩ ঘণ্টা অবস্থানের পরে অবশেষে বিক্ষোভ তুলে নিল দিল্লি পুলিশের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। সিনিয়র অফিসারদের অনুরোধ মেনে নিয়েই ইন্ডিয়া গেট থেকে কাজে ফিরলেন খাকি উর্দির কর্মীরা। দিল্লি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, গোটা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবে।

আইনজীবীদের হাতে লাগাতার নিগ্রহের অভিযোগে, মঙ্গলবার সকালে শুরু হয়েছিল পোস্টার হাতে নীরব প্রতিবাদ। আইটিও এলাকায় দিল্লি পুলিশের সদর দফতরের সামনে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার খাকি উর্দিধারী। বাইরে বেরিয়ে এসে যথাযথ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন দিল্লির পুলিশ কমিশনার অমূল্য পট্টনায়ক। শান্ত হতে বলেছিলেন বিক্ষোভকারীদের। কিন্তু আন্দোলন থামাতে পারেননি।লাভ হয়নি কাজে ফেরার অনুরোধেও। দিল্লি পুলিশের বিক্ষোভ ছড়ায় ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত। সেই বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে যায় দিল্লি-চণ্ডীগড় হাইওয়ে। বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানানো হয় বাংলা, কেরালার আইপিএস অ্যাসোসিয়েসান থেকে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই দেখা যায়, দিল্লি পুলিশের সদর দফতরের বাইরে জমায়েত হচ্ছেন উর্দিতে থাকা এবং সাদা পোশাকে থাকা পুলিশ কর্মীরা। গোটা সদর দফতর ঘিরে ফেলেন তাঁরা। তবে কোনও স্লোগান নয়, চিৎকার নয়, শুধু নীরব প্রতিবাদ। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড। সেই প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'আমরা দুঃখিত। আমরা পুলিশ। আমাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের পরিবার নেই। আমাদের কোনও মানবিক অধিকারও নেই।' অনেকের হাতে প্ল্যাকার্ড, 'আমরা বিচার চাই।'

ঘটনার সূত্রপাত ২ নভেম্বর। দিল্লির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্মশ্রী থাঙ্গা ডার্লংকে ঘর বানিয়ে দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। প্রতিশ্রুতি পূরণ করল ত্রিপুরা সরকার। পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ত্রিপুরার গর্ব থাঙ্গা ডার্লংকে পাকা বাড়ি নির্মাণ করে তাঁর হাতে তুলে দিলেন ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক। পদ্মশ্রী সম্মাননা পাবার পর শ্রী ডার্লং যখন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন সরকার জানতে পারে যে তাঁর কাছে একটি পাকা বাড়িও নেই। সরকার তখন তাঁকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি পাকাবাড়ি নির্মাণ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পাকা ঘর নির্মাণ করে আজ তা থাঙ্গা ডার্লং এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পদ্মশ্রী থাঙ্গা ডার্লং এর জন্য এই পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়।

এদিকে শ্রীডার্লং পাকা ঘর পাওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এজন্য জেলাশাসক কার্যালয়কেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পাস হতে দেবে না কংগ্রেস ঃ জয়রাম রমেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে কোনভাবেই পাস করতে দেওয়া হবে না। কারণ, ওই বিল সংবিধান বিরোধী। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা বলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। তিনি বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল দেশকে বিভাজিত করবে। সমাজকে ভেঙে খানখান করে দেবে।

আজ এআইসিসি-র ছয় সদস্যের একটি দল ত্রিপুরায় এসেছে। মূলত, প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে মতামত জানতেই তাঁরা এসেছেন। এদিন জয়রাম রমেশ বলেন, মণিপুর এবং মেঘালয় সফর শেষে আজ আমরা ত্রিপুরায় নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে মানুষের মতামত জানতে এসেছি। তিনি জানান, মণিপুরে এনআরসি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং নাগা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তেমনি, মেঘালয়ে এনআরসি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ও সেফটি সিকিউরিটি এক্ট নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনি জানান, আজ ত্রিপুরায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ব্রু শরণার্থী এবং বর্তমান রাজ্য সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় হয়েছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। ছবি নিজস্ব।

জয়রাম রমেশের কথায়, কংগ্রেস নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ১০০ শতাংশ বিরোধীতা করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, নীতিগত কারণেই কংগ্রেস নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছে, দাবি করেন তিনি। জয়রাম রমেশ বলেন, ওই বিল সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। কারণ, ওই বিল সংবিধানের ধারা ১৪ এবং ধারা ২১ উলঙ্ঘন করেছে। তাই, কংগ্রেস সংসদের ভেতরে এবং বাইরে ওই বিলের বিরোধিতা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তাঁর দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবনায় আঘাত করবে। শুধু তাই নয়, ওই বিল গান্ধীজির ভারতকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এদিকে, এনআরসি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ২৯ ▫ ৬ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৯ কার্ত্তিক ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এনআরসি ও সিএবি'র গোলকধাঁধা

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ইস্যুতে কংগ্রেস এখনও দলের অবস্থান চূড়ান্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই ইস্যুতে জনমত যাচাই ও বিভিন্ন রাজ্যে দল ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির মতামত যাচাই করিতে এআইসিসির এক প্রতিনিধি দল বিভিন্ন রাজ্য সফর করিতেছেন। নাগরিক পঞ্জী এবং এনআরসি নিয়া আসাম রাজ্যও তো তোলপাড় হইয়াছে। এই অবস্থাতেই মোদি সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে আনিতে চলিতেছে। এই সংশোধনীতে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়কে বিশেষ ছাড়ের সংস্থান রহিয়াছে। এই সংশোধনী কতখানি জাতিগত সম্প্রীতি বজায় রাখিতে পারিবে তাহা নিয়া প্রশ্ন আছে। নাগরিকত্ব সংশোধনীর বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন দল বিরোধীতা করিয়া চলিয়াছে। যদি এই সংশোধনী বহাল থাকে তাহা হইলে পরিস্থিতি নতুন পথ ধরিবে। কারণ বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলি জোর বিরোধীতা করিবে। আসলে, বিজেপি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়া উভয় সংকটে। সংকটে এই কারণে বহু 'হিন্দু' সম্প্রদায়ের মানুষও বিড়ম্বিত হইবে। এদিকে বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে জানাইয়াছিল যে, সারা দেশে এনআরসি চালু করা হইবে। এই এনআরসি যদি সত্যি সত্যিই সারা দেশে চালু হয় তাহা হইলে বহু মানুষকে দেশ ছাড়া অথবা ডিটেনশান ক্যাম্পে ঠাঁই হইবে। বহু দূর যাওয়ার দরকার নাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭১-এর পরে বহু মানুষ এপাড়ে আসিয়াছে। ১৯৯০- বা ১৯৯১ সালে এদেশে আসিয়া অনেকে নির্বাচনে লড়িয়া বিধায়ক পর্য্যন্ত বনিয়া গিয়াছেন। যদি এনআরসি চালু হয় তাহা হইলে বহু ভারতীয় মাথা নুয়াইয়াও বাঁচিতে পারিবেন নাই। এনআরসি আতংকে এমনিতেই অনেক মানুষই ভয়ে কাবু হইয়া আছেন। বিজেপি নেতারা জোর গলায় ঘোষণা দিতেছেন পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু করা হইবেই। পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু করিতে পারিলে ত্রিপুরা তো নস্যি।

ত্রিপুরা পার্বতী রাজ্য। এখানে বাঙালী ও উপজাতি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলিতেছে। হিংসা দ্বেষ নাই। যদিও ১৯৮০ সালের জুন মাসে নজীর বিহীন দাঙ্গায় ত্রিপুরায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। শত শত মানুষের প্রাণ বলি হইয়াছে। এনআরসি চালুর প্রস্তাবের মধ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে বড় ধরনের সংঘাতের সূচনা বিরাট প্রতিক্রিয়া আনিবার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। এনআরসি নিয়া বিভিন্ন দল প্রকৃত পক্ষে জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারিতেছে না। বিজেপি এই এনআরসি নিয়া পশ্চিমবঙ্গ তোলপাড় করিতেছে। বিজেপি যত সরব হইতেছে মমতা ব্যানার্জী তত বেশী সরব হইয়া রাজনীতির হাওয়া চালাইয়া যাইতেছেন। তিনি স্পষ্ট জনসাধারণকে অভয় দিতেছেন পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু করা হইবে না। তাহা রুখিতে হইবে। কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশীরভাগ রাজ্যেই তো এনআরসি চালুর পক্ষে বিভিন্ন দল। মেঘালয়েও বেসরকারী স্তরে এনআরসি চালু হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দল উপদল মানুষকে হুমকি দিচ্ছে। এই অবস্থা তো অরাজক পরিস্থিতিকেই আমন্ত্রণ জানাইবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে আছে হিন্দু শিখ বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হইলে নাগরিকত্ব বাদ যাইবে না। এই বিলে একটি সম্প্রদায়কেই কার্য্যত টার্গেট করা হইয়াছে. এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এখনও নিজেদের অবস্থান ঠিক করিতে না পারার ঘটনা দলীয় দূর্বলতাকে সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি সোচ্চার হইয়াছে তখন কংগ্রেস জনমত যাচাই করিতে রাজ্যে রাজ্যে সফরে নামিয়াছে।

একথা আজ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়া যদি রাজনীতির ফায়দা তুলিতে বিভিন্ন দল সচেষ্ট হয় তাহা হইলে ইহা হইবে চরম দূর্ভাগ্যের। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই ছিল এনআরসি চালু করা হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে এই দল দায়বদ্ধ। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, রূপায়ণ করার মধ্যে অন্যায় কিছু নয়। এনআরসি চালুর পক্ষেই জনাদেশ পাইয়াছে বিজেপি। তবে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে তো জনাদেশ ছিল না। একথা সত্যি যে, নাগরিকত্ব নিয়া কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করিবে না। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ হইতে অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। আর অনুপ্রবেশ ভারতকে সমস্যার গভীরে তলাইয়া দিতেছে। সুতরাং চোখ বুঝিয়া এনআরসি'র বিরোধীতার কোন যুক্তি নাই। সংশোধনী নিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। আজ নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে। সমৃদ্ধ ভারত গড়িতে পারেন সমৃদ্ধ নাগরিকরাই।

যাদবপুরে ডিওয়াইএফআই-এর বই বিনিময় উৎসব

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স): এবার বই বিনিময় উৎসব করবে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। আগামী ২৩ নভেম্বর যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ডের কাছে একদিনের এই বই বিনিময় উৎসব হবে। পুরোনো বই নতুন পাঠকের হাতে তুলে দিতেই কয়েক বছর আগে পরীক্ষামূলক ভাবে এই বই বিনিময় উৎসব শুরু করেছিল ডিওয়াইএফআই। গত বছর এই বই বিনিময় উৎসবে যে ধরনের বই এসেছিল, তা দেখে চমকে গিয়েছিলেন ওই বাম যুব সংগঠনের যাদবপুরের নেতৃত্ব। কেউ এসে দিয়ে গিয়েছিলেন গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নিম্নবর্গের ইতিহাসের সঙ্কলন গ্রন্থ। কেউ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি ও রাদুগা প্রকাশনীর শিশু কিশোর সাহিত্যের বই। সেই সব বই স্টলে রাখার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগ্রহী পাঠক তুলে নিয়েছেন। এই ভাবে একদিনে সাড়ে পাঁচশো বইয়ের হাতবদল হয়েছিল। আগ্রহী পাঠককে যেমন টাকা দিয়ে বই নিতে হয়নি, তেমনই উদ্যোক্তাদের সংগ্রহে থেকে গিয়েছিল সাড়ে চারশো বই। গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই বছর যাদবপুরে বাড়তি উৎসাহ নিয়ে বই বিনিময় উৎসব করতে চলেছেন বাম যুবরা। যাদবপুর উত্তর-১ ইউনিটের ডিওয়াইএফআইয়ের সম্পাদক শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যর কথায়, 'স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে যে কোনও স্ট্যান্ডার্ড পুরোনো বই কেউ দিতে পারেন। গত বছর নিম্নবর্গের ইতিহাস সঙ্কলনের মতো বই এসেছিল।' তিনি জানান, একই ভাবে এসেছিল কার্ল মার্কসের দাস ক্যাপিট্যালের সব ক'টি অর্থাৎ তিনটি খণ্ডই। অনেক গল্প উপন্যাসের বই এসেছিল। ওই সব বই স্টলে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগ্রহী পাঠকের হাতে চলে গিয়েছিল। শাক্যজিতের কথায়, 'এখানে বইয়ের জন্য টাকা দিতে হয় না। যাঁরা পুরোনো বই দিতে আসেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় বই দেন। যাতে অন্যেরা পড়ার সুযোগ পান। তাই, বিনামূল্যে পুরোনো বই পাওয়া যায়। গত বছর গল্ফ গ্রিনের একদল প্রবীণ একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া গ্রন্থাগারের সব বই দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের পক্ষে তাঁদের সব বই নেওয়া সম্ভব হয়নি।' তাই, গত বছর সাড়ে চারশো বই ডিওয়াইএফআই দফতরে থেকে গিয়েছে। ওই সব বইয়ের সঙ্গে এবার আসা বইগুলো নিয়ে ২৩ তারিখ শুরু হবে যাদবপুর বই বিনিময় উৎসব।

১৫ তম রাজ্যপাল পেল মিজোরাম, শপথগ্রহণ করলেন পি এস এস পিল্লাই

আইজল, ৫ নভেম্বর (হি.স.): নতুন রাজ্যপাল পেল উত্তর-পূর্বের রাজ্য মিজোরামঊ মঙ্গলবার মিজোরামের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন পি এস শ্রীধরন পিল্লাইঊ রাজভবনে পি এস শ্রীধরন পিল্লাইকে মিজোরামের ১৫ তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বাঊ রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গাম, মিজোরাম মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, বিধায়ক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লাল থানহাবলা প্রমুখঊ উপস্থিত ছিলেন মিজোরাম সরকার ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও। কেরল বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি পি এস এস পিল্লাই ১৯৫৩ সালের ১ ডিসেম্বর কেরলের আলাপ্পুঝা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেনঊ কলেজে পড়াশোনা করার সময় ১৯৭৮ সালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক (কেরল) ছিলেন তিনিঊ ভারতীয় জনতা পার্টিতে বহু দায়িত্ব সামলেছেন তিনিঊ গত ২৫ অক্টোবর মিজোরামের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিলেন পিল্লাইঊ নিযুক্ত হওয়ার বেশ কয়েকদিনের মধ্যেই মিজোরামের ১৫ তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন পি এস এস পিল্লাই।

ভারতের রেল মানচিত্রে সাব্রুম

রূপক আচার্য

ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে ত্রিপুরার উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বারে বারে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে একমাত্র আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক ত্রিপুরাকে যুক্ত করে রেখেছে। যদিও ভারত সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও ত্রিপুরা সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর দিয়ে আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা সড়ক পথেও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু আছে। স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৬৪ সালে ত্রিপুরায় প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। আসামের কলকলিঘাট থেকে ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমা পর্যন্ত ছিল এর বিস্তার। এরপর ধীরে ধীরে ২০০৮ সালে আগরতলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা। প্রথমে মিটারগেজ ও পরে রেলপথ বডগেজে রূপান্তরিত হয়। আগরতলা পর্যন্ত রেলস্টেশন চালু হওয়ার পর থেকেই ত্রিপুরার দক্ষিণের শহরগুলিও স্বপ দেখতে শুরু করে যে অচিরেই এখানকার জনগণও রেলের বাঁশী শুনবে। সেই লক্ষ্যে প্রথমে উদয়পুর, পরে শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া পর্যন্ত বডগেজ রেল পরিষেবার সূচনা করা হয়েছিল। অতি সম্পতি সাবমও রেল মানচিত্রে যুক্ত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তের ফেনী নদীর তীরের প্রান্তিক ও প্রাচীন মহকুমা সাবম। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে হলেও বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতি মত দূর্গাপুজার আগেই সাবম মহকুমাবাসী যাত্রীবাহী রেলে চড়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন। শারদোৎসবের প্রাকমূহূর্তে সাবমবাসীর কাছে এর চাইতে বড় উপহার আর কী হতে পারে?

২০১৯ -এর ৩ অক্টোবর দিনটি তাই সাবম মহকুমাবাসীর কাছে চিরমরণীয় হয়ে থাকবে। ঐদিন আগরতলা থেকে সাবম পর্যন্ত ডেমো ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে। ডেমো কথার পুরো মানে হল ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট। এটি হল ভারতীয় রেল দ্বারা পরিচালিত রেপিড ট্রানজিট ট্রেইনস, যা কিনা সাব-আর্বান এলাকায় চলাচল করে। ২০১৯ সালের ৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সাবমবাসী আপ্লুত হৃদয়ে প্রথম যাত্রী ট্রেন বিকালে ৪.২০ মিনিটে বরণ করে নেন। বর্তমানে আগরতলা-সাব্রুম ও আগরতলা-ধর্মনগর রুটে চার জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিলছে এই রেল পরিষেবা। উপকৃত হচ্ছেন মহকুমার সকলস্তরের যাত্রী সাধারণ। সাবম ও আগরতলার মধ্যে রেলপথের দুরত্ব ১২৩ কি.মি.। এরমধ্যে স্টেশন আছে ১০টি। এগুলি হল সেকেরকোট, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, উদয়পুর, গর্জি, শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, জোলাইবাড়ী, থালিকতুইসা(কলাছড়া), মনুবাজার। এরমধ্যে সাবম মহকুমায় পড়ে ৩টি স্টেশন থালিকতুইসা, মনুবাজার ও সাব্রুম। এদের মধ্যে সাবম রেলস্টেশনটি টার্মিনাল স্টেশন। স্টেশনটির কিছু পরিষেবা বেসরকারীর হাতে ন্যাস্ত। যেমন টিকিট কাটা, টয়লেট পরিষেবা, সাফাই প্রভৃতি। এই স্টেশনটি ১১৩ মিটার লম্বা। এটা ভারতীয় রেলের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত বিদ্যুৎবিহীন সিঙ্গেল লাইন যুক্ত স্টেশন। পরে এটার বৈদ্যুতিকরণও হবে। এই স্টেশনটি যেভাবে তৈরী করা হয়েছে তাতে এই রেলপথ পার্শবর্তী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পর্যন্ত সম্পসারণ করা যাবে। যার ফলে চিটাগাং বন্দর ব্যবহারের সুযোগও উন্মোচিত হবে।

এই স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম আছে ৩টি, বডগেজ রেলট্র্যাক আছে ৪টি। এই স্টেশনে একটি ওভার হেড ফুটবীজও আছে। বাংলাদেশ সীমান্তে ফেনী নদীর তীরে অবস্থিত এই সাবম রেল স্টেশন পরবর্তীকালে হয়ে উঠবে ভারত-বাংলাদেশ যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় জংশন।

সাব্রুম রেল স্টেশন কর্মচঞ্চল হওয়ার ফলে রোজগারের পথও খুলেছে। স্বল্প পুঁজি নিয়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছেন। কেউ হয়তো বা ফেরী করে জলের বোতল, কেউ বা জল খাবার, মুড়ি, ছোলাবাদাম, প্যাকেটজাত শুকনো খাবার ইত্যাদি বিক্রি করে কিছু পয়সা আয় করছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন উদ্যোগী হলেন প্রদীপ দেব, গৌরাঙ্গ নমঃ, সুকান্ত দাস, লক্ষী দাস। এদের কথা, রেলস্টেশন হওয়ার ফলে খুব কম পঁজিতে কিছু আয় করে পরিবার প্রতিপালনে সাহায্য করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে স্টেশন যখন আরও ব্যস্ত হবে তখন আরও বিক্রি বাড়বে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। দুরপাল্লার ট্রেনগুলি চালু হলে যাত্রী সাধারণের সুবিধার পাশাপাশি তাদের মতো দরিদ্র অংশের মানুষের কাছেও আয়ের পথ সুগম হবে। প্রদীপ দাস শহরে অটোরিক্সা চালান। তিনি বলেন, রেল পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে তার দৈনিক আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। সাবম শহর থেকে রেলস্টেশন অবধি ভাড়া জনপ্রতি ২০ টাকা। তেমনি কাঠালছড়ি, জলেফা, হরিণা, দৌলবাড়ী প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানগুলি থেকেও অটোরিক্সা করে যাত্রীরা রেলস্টেশনে আসেন। প্রদীপ দাসের মতো অন্য কয়েকজন অটোরিক্সা চালক কমল দাস, উত্তম দাস, টুটন দাস, সজল পাল'রা জানান, ঘুরপথে রেলস্টেশনে আসতে হয় বলে ভাড়াটা একটু বেশী পড়ছে। একটা বিকল্প রাস্তা তৈরী হচ্ছে। খুব শীঘই এটা খুলে গেলে ভাড়া কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। রেল পরিষেবা চালু হওয়ায় বাড়তি আয়ের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। তাতে তারা যারপরনাই খুশি। তাছাড়া স্টেশনে যাত্রী সমাগম বাড়তে থাকলে প্রাকৃতিক পানীয় হিসেবে ডাবের চাহিদা বাড়তে পারে। একথা ভেবেই কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিধায়ক শঙ্কর রায়ের পরামর্শে সাবম রেলস্টেশন পাশ্ববর্তী গরীব পরিবারগুলিকে কম মূল্যে নারকেলের চারা বিতরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫,০০০ নারকেলের চারা বিতরণ করা হয়েছে কোকোনাট ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের স্কীম থেকে। আগামী বছর আরও ৪০,০০০ চারা দেওয়া হবে। এতে করে সাধারণ ডাব বা নারকেল চাষীদের বিকল্প আয়ের পথ প্রশস্ত হবে। সাবম স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাষ্টার বিহারের বৈশালী জেলার বাসিন্দা চন্দন কুমার জানিয়েছেন যে, টার্মিনাল স্টেশন হলেও সাবম রেলস্টেশন থেকে বর্তমানে গড়ে প্রায় ৭০০-৭৫০ জন যাত্রী প্রতিদিন যাতায়াত করেন। ভবিষ্যতে এর সংখ্যা আরও বাড়বে। রেলস্টেশনের পাশাপাশি সাব্রুমের জলেফায় গড়ে উঠতে চলেছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সেজ। যাতে করে কমপক্ষে প্রায় ১২০০০ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। আগামী বছরের মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে ফেনী নদীর উপর নির্মীয়মান মৈত্রী সেতু। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এই পথেই ত্রিপুরায় ঢুকবে পণ্য সামগ্রী। ফলে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। তাছাড়া সাবমে হবে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোষ্ট, দুটি শিল্পাঞ্চল, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পাঞ্চল। নানাবিধ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ রূপায়িত হবে সাবমে অদূর ভবিষ্যতে। উন্নততর সাবমের বাস্তবায়ণের স্বাপেক্ষে অধীর আশায় দিন গুণছেন সাবমের জনগণ। আর ভারতীয় রেল তাদের আশাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যকে কয়েক কদম এগিয়ে দিল বলা যায়।

কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রের

অপূর্ব দাস

কাশ্মীরে গত দু'সপ্তাহের মধ্যে ১১ জন নিরীহ মানুষ হিংসার বলি হলেন। তাঁরা উফত্যকায় গিয়েছিলেন পেটের তাগিদে। জঙ্গিরা কাশ্মীরের বিভিন্ন তল্লাটে তাঁদের ধরে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের শ্রমিক। আপেল বাগিচায় দু'তিন মাসের কড়ারে ফি বছরের মতো কাজ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা কিছু অর্থ উপার্জনের আশায়। বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটি গলির মধ্যে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়। ঘটনাচক্রে সেসময় ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক প্রতিনিধি দলও কাশ্মীরের পরিস্থিতি দেখতে সফর করতে যায। হামলার পিছনে জৈশ-ই মহম্মদ, লস্কর জঙ্গি না হিজবুল মুজাহিদিনের হাত আছে তা স্পষ্ট হয়নি। তবে কাশ্মীরকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য কেন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা জল ঢেলে দিয়েছে অশুভ শক্তি। এর পিছনে কারা তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু এই ঘটনায় বিরোধী পক্ষ মোদি সরকারকে যেমন কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরব হয়ে কেন্দ্রে ঘাণে দোষারোপ করেছেন। এই ক্ষোভপ্রকাশ ও কাশ্মীরের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ করেছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্যপাল কাশ্মীরের পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির কাজে প্রশংসা করার পাশাপাশি হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে রাজনীতির নিন্দা করেছেন।

কাশ্মীরে স্বশাসন বা আজাদির লড়াইকে সামনে রেখে পাকিস্তানের উস্কানি, হামলা ও সন্ত্রাসবাদী কাজের সক্রিয় মদতের ঘটনা নতুন কিছু নয়। নানা চেহারায় প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই, কখনও সেদেশের সেনাবাহিনী আবার কখনও পাক সরকার ভারতের দিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে বছরের পর বছর। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বিদেশীতি সবই কাশ্মীর মুক্তির ইস্যুকে কেন্দ্র করে ওঠানামা করে। উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী দাপাটের বয়সও হয়ে গেল তিন দশক। রক্ত ঝরেই চলেছে। ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। জঙ্গিরা আক্রমণের লক্ষ্য সময়ভেদে পাল্টেছে বার বার। বাছাই নেতাদের আক্রমণ করা কঠিন বলে নরম লক্ষ্যবস্তু বেছে নিয়েছে জঙ্গিরা। এবার যেমন বাঙালি শ্রমিকদের বেছে নেয়। জঙ্গিরা ১৯৯৯-এ ইটভাটার বিহারি শ্রমিকদের ওপর গণহত্যা চালায়। হামলার মূল লক্ষ্য অকাশ্মীরি মানুষ। ১৯৯৮,২০০৩-এ হামলা চালিয়েছে। হিন্দু, শিখও কাশ্মীরি পণ্ডিতদেরও বাজ দেয়নি জঙ্গিরা। প্রাণে বাঁচতে কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য হন বহু মানুষ। এভাবেই জঙ্গিদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করে। যখনই সন্ত্রাসের দাপট কমে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে তখনই টার্গেট বদল করেছে। ২০১৬-তে সেনাবাহিনী ও জম্মু কাশ্মীর পুলিশ যৌথ অভিযানে নেমে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে এলাকা জঙ্গিমুক্ত করার চেষ্টা করেছে তখন কিছুদিন অবস্থার উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অত্যাচারের অভিযোগ তুলে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন মহল। কলকাঠি নেড়েছে পাকিস্তান। এই মুসলিম রাষ্ট্রে ওয়ান পয়েন্ট অ্যাজেন্ডা হল, দেশ দেউলিয়া হল কিনা, দেশের মানুষ মরল কী বাঁচল দেখার দরকার নেই, কিন্তু ভারত বিরোধী জিগির থেকে একচুল নড়া চলবে না। কাশ্মীর কেন্দ্রিক সলতে পাকিয়ে যেতে হবে। এই কাজে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু নেতা থেকে বিশেষ স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী। যুবক ও কিশোরকিশোরীদের ইন্ধন দিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদেশ থেকেও অর্থের জোগান এসেছে। কাশ্মীরে এ পর্যন্ত মূলত দুটি রাজনৈতিক প্রভাবশালী পরিবারের হাতে উপত্যকার শাসন ক্ষমতা হাতবদল হয়ে এসেছে। এই পরিবার দুটি হল আবদুল্লা ও মুফতি। এই মুহূর্তে কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দুটি রাজনৈতিক পরিবারের শীর্ষ নেতৃত্ব ছাড়াও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্র এসব করছে বাধ্য হয়ে, যতটা সম্ভব প্রাণহানি রুখতে। রাজনৈতিক কার্যকলাপও রুদ্ধ হয়েছে দ্রুত শান্তি ফেরাতে।

কাশ্মীরে বিজেপি স্থায়ী শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এবার লোকসভা নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দেয়। বিপুল জয়ের পর রাতরাতি কৌশল করে ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে। পরে সংসদে বিল পাশ করে এবং ৩১ অক্টোবর থেকে জম্মু কাশ্মীর রাজ্যকে সরকারিভাবে বিভাজন করা হয়। দেশ ও জম্মু কাশ্মীরের মধ্যে যে দেওয়াল ছিল তা উঠে গেছে। একদিকে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কাজে মদত ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন ও অন্যদিকে কেন্দ্রে প্রতিহত করার চেষ্টা। এই চিত্রনাট্য চলছে দশকের পর দশক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথায় দেশকে এক সূত্রে বেঁধেছিলেন চাণক্য, দেশীয় রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তাঁর সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ হল বলে দাবি করে বলেছেন, দেশ ও জম্মু কাশ্মীরের মধ্যে বিভাজনের দেওয়াল ভেঙে গেল। জম্মু কাশ্মীর এখন থেকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগোবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সবকা বিকাশকে রুখে দিতে জঙ্গি সংগঠন কিন্তু চুপ করে বসে নেই। তলে চলে জঙ্গিদের মদত দিয়ে পুষ্ট করছে পাকিস্তান।

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তো বলেইছেন, কাশ্মীরিদের জন্য পাকিস্তান সবকিছু করবে। বিস্তীর্ণ সীমান্ত দুর্গম পাহাড়ি জঙ্গলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মদতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা ভারতে গোপনে ঢুকছে। তাদের আসার পথ সুগম করে দিচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে গোলাগুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে বেশি। পাকিস্তানের জমিতে সন্ত্রাসে মদত প্রমাণিতও হয়েছে। আন্তর্জাতিক দরবারে সীমান্তপারের সন্ত্রাস নিয়ে বহুবার প্রধানমন্ত্রী মোদি বিভিন্ন দেশের নেতাদের দরজায় কড়া নেড়ে বলার চেষ্টা করে কিছুটা সফল ও হয়েছেন। যে দেশ থেকে ভারত বছরে ১০ হাজার কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে সেই চিনও সুযোগ পেলেই পাকিস্তানের কোলে ঝোল টেনে ভারতের বিরুদ্ধে গলা চড়ায়। লাদাখ কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিনেও ভারতকে বিদ্ধ করেছে। অবশ্য দিল্লিও সপাটে জবাবা দিয়ে বলেছেন, ভাই তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এখানে নাক গলাতে এসো না। পাকিস্তান কোনও দিক থেকে সুবিধা করতে না পেরে জঙ্গিদের লেলিয়ে দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ করেছে। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা এখন নেই। বাইরে থেকে হাওলার মাধ্যমে টাকার লেনদেন অনেকটাই কমেছে। রাজনৈতিক ও বিচ্ছিন্নবাতাবীদী নেতারা যে ভোগের স্বর্গে বাস করছিলেন তাও নেই। সাধারণ মানুষকে বিপথে চালিত করে কার্যসিদ্ধি করার প্রয়াস পুরোপুরি বন্ধ না হলেও হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্রে সিদ্ধান্তের ফলে স্বার্থহানি হয়েছে যাদের তারা মুখ কেন্দ্রে বিরোধতায় আদাজল খেয়ে নামতে মুখিয়ে রয়েছে। প্রত্যাঘাতের জন্য সুযোগ অপেক্ষা করছে। নিরাপত্তাবাহিনী একটু ঢিলে দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। জঙ্গি গোষ্ঠীর এখন সক্রিয়তা কম হলেও চোরোগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে। এরপর আরও তা বাড়ার সম্ভাবনা বলেই মনে করছে প্রশাসন। বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রও কড়া নজর রেখেছে কাশ্মীর পরিস্থিতির দিকে। জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। অঙ্ক কষে নামেন কিন্তু মোদি তা জানতেন ৩৭০-এর ধাক্কার জের সহজে মিটবে না। এখানেই প্রশ্ন ওঠে পরিস্থিত 'স্বাভাবিক' বোঝাতে গিয়ে এক বিশেষ ব্যক্তির আমন্ত্রণ ২০ জনেরও বেশি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যকে ডেকে এনে কাশ্মীরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা দেখানোর অনুমতি দেওয়ার পরামর্শ নেওয়া সঠিক কিনা? যেখানে দেশের বিরোধী সাংসদরা যেতে চাইলে তাঁদের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয় সেখানে বিদেশি দলকে এনে কী ফায়দা এটা তো সহজবোধ্য কাশ্মীরের জীবনাযাত্রা আদপেও স্বাভাবিক হয়নি। শহর এলাকার নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কিঞ্চি? সচল রাখার প্রয়াস চলছে। তাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। তিন মাসের মঝ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে সেটা কেউ আশা ও করে না। জম্মু কাশ্মীরের এখন 'সাংবিধানিক পরিবর্তন' হয়েছে। রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসতি অঞ্চল। এই সুবিধাপ্রাপ্ত রাজাকে তুষ্ট রাখতে গিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রে দাক্ষিণ্য পেয়ে এসেছে বরাবর। এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতা, আমলা, পদস্থ সরকারি ও ক্ষমতাশালীর হাতে কুক্ষিগত রয়েছে সব অধিকার। এর জেরে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের শিকড় গভীরে ছড়িয়েছে। গোয়েন্দা ও রাজ্যের দেওয়া রিপোর্টের ওপর ভরস াকরে কেন্দ্র এগিয়েছে। অচলায়তন কালাপাহাড়কে হটাতে গেলে নয়া ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কাঠমোর আমূল বদল আনতে হবে । না হলে সাধারণ মানুষের অবস্থার হেরফের হবে না। আস্থাও ফিরবে না। উন্নয়নের সুফলও কেউ পাবে না। চেপে বসা হতাশাও কাটবে না। পাশাপাশি সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফেরানোর প্রক্রিয়াও চালাতে হবে কেন্দ্রকে। কাশ্মীর নিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনেতিক মঞ্চ দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন মোদি। কিন্তু উপত্যকা ঠিক রাখতে দিল্লির চেষ্টার কসুর না হলেও উদ্বেগ কাটছে না কারোরই। বন্দি নেতাদের মুক্তি হয়নি, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ। কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলেও জীবনযাত্রার ছন্দে ফেরেনি। বাড়তি সেনা মোতায়েন করেছে। আস্থা ফেরেনি সাধারণ মানুষের, স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী কাজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তবে হিংসা ও মৃত্যু এড়াতে সচেষ্ট সরকার বুঝেশুনে কদম ফেলতে চাইছে এটা বোঝা যাচ্ছে। তাই নয়া কাশ্মীরে জীবনের ছন্দ ফেরানোর মোদি শাহদের চূড়ান্ত পরীক্ষা। উপত্যকার সব মানুষের আস্থা অর্জনই কেন্দ্রে ধ্যানজ্ঞান।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।সেই সঙ্গে মঙ্গলবার বিকাল ৪টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ জানিয়েছেন।তিনি বলেন,উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুপুরে সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগরে অস্থিরতার শুরু গত অগাস্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তখন আন্দোলন শুরু করেন।এর মধ্যেই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে উপাচার্য ফারজানার কাছে চাঁদা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে।এই ঘটনার পরে ছাত্রলীগের দুই শীর্ষনেতাকে পদ হারাতে হলেও তারা অভিযোগ অস্বীকার করে উল্টো অধ্যাপক ফারজানার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাদের অর্থ দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে, যার অডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা 'ঈদ সালামী' হিসেবে ১ কোটি টাকা পাওয়ার কথা স্বীকারও করেন।এর পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তার তদন্তের দাবিতে নতুন কর্মসূচিতে নামে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।চাপের মুখে উপাচার্য ফারজানা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও তা ফলপ্রসূ না হওয়ায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর তার পদত্যাগের দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন, গত সপ্তাহ থেকে আন্দোলনকারীরা শুরু করে ধর্মঘট।

এরপর সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে রাখেন আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে উপাচার্যকে বাসা থেকে বের করে কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত হন তার সমর্থক শিক্ষক-কর্মকর্তারা।দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক-বিত-া চলার মধ্যেই বেলা পৌনে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জুয়েল রানার নেতৃত্বে একটি মিছিল সেখানে আসে। সেই মিছিল থেকে আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হয় ছাত্রলীগ কর্মীরা।তারা এলোপাতাড়ি মারধর করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এসময় একাধিক শিক্ষককেও চ্যাংদোলা করে দূরে নিয়ে ফেলতে দেখা যায়।

আন্দোলনকারীরা বলছেন, উপাচার্যের বাসভবনের সামনে এই হামলায় আট শিক্ষকসহ অন্তত ২৫ জন আহত হন। সেখানে দায়িত্ব পালন করার সময় চার সাংবাদিকও ছাত্রলীগ কর্মীদের মারধরের শিকার হন। হামলার বিষয়ে প্রশ্ন করলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জুয়েল রানা বলেন, আমরা শিবিরমুক্ত ক্যাম্পাস চাই। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শিবির সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল।

অন্যদিকে আন্দোলকারীদের মুখপাত্র দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন,আন্দোলনে কোনো শিবির সংশ্লিষ্টতা নেই। যে কোনো শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য শিবির ব্লেইম দেওয়াটা পুরোনো অপকৌশল। বুয়েটের আবরারকে এভাবেই হত্যাকরা হয়েছে, এখানেও একইভাবে অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়েছে।আন্দোলনে থাকা শিক্ষক পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক খবির উদ্দিন বলেন, উপাচার্যপন্থি শিক্ষকদের উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষ উসকানিতে ছাত্রলীগ আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ছাত্রলীগ যখন আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে তখন ভিসিপন্থি শিক্ষকরা তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে হাততালি দিয়েছে।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান বলেন, ঘটনাস্থলে মব তৈরি হয়েছিল। চেষ্টা করেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। বড় ঘটনা এড়াতে আমরা তৎপর আছি।মারধরের ঘটনার আধা ঘণ্টা পরে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম তার সমর্থক শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে নিজের কার্যালয়ে যান। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের সামনে সহকর্মী ও ছাত্রলীগ কর্মীদের 'গণঅভ্যুত্থানের' জন্য ধন্যবাদ জানান।

শুধু 'শারীরিক ধাক্কাধাক্কিকে' হামলা বলা যায় কি না- সেই প্রশ্ন করে উপাচার্য বলেন,ওরা আহত হয়েছে শারিরিকভাবে- আপনারা বলতে পারেন। আমাদের মেয়েদেরকেও তারা ধাক্কা দিয়েছে, শিক্ষক মেয়েদেরকে। আমি এবং ট্রেজারার, আমরা মর্মাহত, তারা আমাদের যে ভাষায় গালাগালি করেছে।আন্দোলনের পেছনে জামায়াতপন্থিদের হাত রয়েছে মন্তব্য করে অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন,তদন্ত শুধু আমি করব না। সরকারের উচিৎ হবে এই চক্রটাকে দেখা। এরা কোথায় ছড়িয়ে আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর অবস্থা কেন খারাপ হচ্ছে।এর পরপরই জরুরি বৈঠকে বসে সিন্ডিকেট; সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা আসে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত থাকবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বব্যাংক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। গত এক দশকে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্য উন্নতি করেছে উল্লেখ করে সফররত বিশ্বব্যাংক গ্রুপের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে তারা সহায়তা অব্যাহত রাখবেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তারা বলেন, আমরা বাংলাদেশে অবিশ্বাস্য উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলাদেশ সকল সামাজিক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে।সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন।প্রেস সচিব বলেন, তারা বেসরকারি খাতের বিকাশে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের ভূমিকারও প্রশংসা করেন। রোহিঙ্গা ইস্যু প্রসঙ্গে তারা বলেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় এবং সহায়তা করার ক্ষেত্রে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণের উদারতা দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দিত।এ প্রসঙ্গে তারা শেখ হাসিনাকে অবহিত করেন যে, রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখার জন্য তারা কক্সবাজার পরিদর্শন করেছেন।তারা আরো বলেন, বিশ্বব্যাংক রোহিঙ্গাদের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ও আওয়ামী লীগের নীতি হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যাতে উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, ক্ষমতায় আসার পর তাঁর সরকার খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং যোগাযোগ ও জ্বালানি খাতে উন্নয়ন নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।তিনি বলেন,সেজন্য আমরা এ সকল খাত বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি।বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়ন তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের বিভিন্ন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের কারণে দারিদ্র্যের হার স্বাধীনতা পরবর্তী ৮২ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে।সাধারণ মানুষের মুক্তিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু সারাজীবন একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন।এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকার দেশের রেল, সড়ক, নৌ ও বিমান যোগাযোগ উন্নয়ন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার স্থানীয় বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সারাদেশে একশ'টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্য হচ্ছে আরো শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।তিনি স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনার কথা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন।শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার গ্রামীণ ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারিত করেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার যুব সমাজকে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে দেশের সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করছে, যাতে তারা সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও মাদক থেকে দূরে থাকে।তিনি বলেন, সরকার দেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচাতে জলবায়ু মোকাবেলা ট্রাস্ট তহবিল গঠন করেছে এবং বৃক্ষরোপণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা ড় গওহর রিজভী, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক, প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ, ইআরডি সচিব মনোয়ার আহমদ ও অর্থ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক অপর্ণা সুব্রামনি একই স্থানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।ভারতীয় নাগরিক অপর্ণা সুব্রামনি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, তিনি বাংলাদেশের কয়েকটি পল্লী এলাকা ও ডিজিটাল সেন্টার পরিদর্শন করেছেন এবং দেশে নারী ক্ষমতায়ন প্রত্যক্ষ করেছেন।

ব্যাংক সুদের হার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলোকে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বের দৃঢ়তা পারস্পারিক অধিকার সংরক্ষণে সহায়ক শক্তি : জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের দৃঢ়তা পারস্পারিক অধিকার সংরক্ষণের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে।তিনি বলেন, বন্ধু প্রতিম দেশ দু'টির মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। আর ভাষা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে ব্যাপক মিল। শুধু সীমান্তরেখা দেশ দু'টির মানুষের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি।কাদের আরো বলেন, ভারতের কাছ থেকে আমাদের লাভবান হওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই আমরা ঐতিহ্যের বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় করতে চাই।

গোলাম মোহাম্মদ কাদের মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বনানী অফিসে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতের আসাম থেকে আসা উচ্চপদস্থ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন।সকালে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের প্রতিনিধি দলটিকে স্বাগত জানান। এসময় ভারতীয় প্রতিনিধি দলটি কাদেরকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন।সার্ক কালচারাল সোসাইটির চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা, প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায় ও এস.এম. ফয়সল চিশতী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলে রয়েছেন, ভূপেন হাজারীকার ছোট ভাই সমর হাজারিকা, বিশিষ্ট্য লেখক পদ্মশ্রী সূর্য হাজারীকা, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের আসাম রাজ্যের সেক্রেটারী রমেন রব ঠাকুর, বিশিষ্ট্য সাংবাদিক দেবজিৎ ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ভৌমেন ভারতীয়া, আসামের সঙ্গীত তারকা দীক্ষু শর্মা, ড় মেন্দাস, ড় দীপালী দাস, দিশ্রী শর্মা, দেবজিৎ, বিজয়তা শর্মা, দাওয়ার হাজারীকা, ইবা হাজারীকা, নয়ন প্রতীম কুমার, বিধানতা শর্মা, বিধান দাস গুপ্ত, ড় সৌরভ ভারতী।পরে সমর হাজারিকাসহ অন্যান্য শিল্পীরা ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত বেশ কিছু গান পরিবেশন করেন।

বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার চার জানাজা, শেষ শয্যা বাবা-মায়ের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। ঢাকার সাবেক ও মেয়র বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সাদেক হোসেন খোকার মরদেহে নিউ ইয়র্ক থেকে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় পৌঁছাবে।ওইদিন চার দফা জানাজা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর জুরাইনে বাবা-মায়ের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন একাত্তরের এই গেরিলা যোদ্ধা। এদিকে সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে বুধবার সারাদেশে শোক কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি।ক্যান্সারে আক্রান্ত খোকা সোমবার নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের মেমোরিয়াল স্লোয়ান ক্যাটারিং ক্যান্সার সেন্টারে মারা যান। রাতেই কুইন্সের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে তার জানাজা হয়।খোকার জানাজা ও দাফনের কর্মসূচি ঠিক করতে মঙ্গলবার দুপুরে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে বৈঠক হয়।

পরে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।তিনি জানান, সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে যরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে পৌঁছালে তার কফিন গ্রহণ করবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

এরপর সকাল ১১টায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, বাদ জোহর নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে, বিকাল ৩টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবন এবং বাদ আসর ধুপখোলা মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।প্রথম জানাজার পর প্রয়াত এই বীর মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।আর নগর ভবনের জানাজা শেষে দাফনের আগে গোপীবাগের বাসায় মরহুমের কফিন কিছুক্ষণ রাখা হবে।চতুর্থ জানাজার পর সাদেক হোসেন খোকাকে জুরাইন কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে বলে জানান রিজভী।তিনি বলেন, সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে বুধবার বিএনপির উদ্যোগে ঢাকাসহ সারাদেশে শোক দিবস পালন করা হবে।এ উপলক্ষে সারাদেশে দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন ও কালো ব্যাজ ধারণ এবং সব কার্যালয়ে কোরানখানি হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী সোহেল, ফজলুল হক মিলন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদের জুয়েল, মুনির হোসেন, কাজী আবুল বাশার, মুন্সি বজলুল বাসিত আনজু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মানব কল্যাণে বীমা শিল্পের ব্যবহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানব কল্যাণে বীমা শিল্পকে ব্যবহার করার জন্য বীমা কোম্পানিগুলোর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, প্রতারণা থেকে বীমা গ্রাহকদের রক্ষা করতে একটি ঐক্যবদ্ধ বার্তা প্রদান প্লাটফর্ম চালু করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বীমা কোম্পানিগুলো মানব কল্যাণে এবং উৎপাদন ও ঝুঁকিমুক্ত অর্থনীতি গড়ে তুলতে তাদের বীমা কোম্পানি ব্যবহার করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

শেখ হাসিনা মঙ্গলবার বিকেলে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত বীমা সংক্রান্ত ১৫তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।তিনি বলেন, তথ্যের অপ্রাপ্যতা বীমা গ্রাহকদের জন্য বড় সমস্যা।

তিনি বলেন, বীমা শিল্পে গ্রাহকদের আস্থার অভাব রয়েছে। কারণ তারা যতো গুলো বীমা কিস্তি জমা দিয়েছে, তার সবগুলো কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে আদৌ জমা হয়েছে কি-না, সে ব্যাপরে অন্ধকারেই থেকে যায়।

তিনি বলেন,এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে একটি ঐক্যবদ্ধ বার্তা প্রদান প্লাটফর্ম চালুর প্রক্রিয়া চলছে।

মিউনিক রি ইন্স্যুরেন্স এবং মাইক্রোইন্স্যুরেন্স নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

সরকার নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান সরকার নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।

তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।

আজ বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষে মঙ্গলবার দেয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সকল দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারী সেবাধর্মী একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ভূমিকম্প, অগ্নিদুর্ঘটনা, নৌযান দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনাসহ যে কোন মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ বিভাগের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশ নিয়ে থাকেন।'

তিনি বলেন, 'দেশের প্রতিটি উপজেলায় নূন্যতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ এবং দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য দেশের সকল ফায়ার স্টেশনে একটি করে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করছে। সেবা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এ বিভাগের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী আশা করে বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীরা নতুন উদ্যোমে সাহস, দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন এবং এ উপলক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ২০১৯ উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

সুন্দরবনে হরিণ শিকারের ফাঁদ ও ট্রলারসহ ৬০ জন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। রাস মেলাকে সামনে রেখে সুন্দরবনে হরিণ শিকারে যাওয়ার পথে' ফাঁদ ও ট্রলারসহ ৬০ জনকে আটক করেছে বনবিভাগ।

মঙ্গলবার সকালে সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের জয়মনি এলাকা থেকে তাদের আটক করে বলে জানিয়েছে বনবিভাগ।তাদের বাড়ি 'বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার গৌরম্ভা ইউনিয়নে' বলায় আটকদের সনাক্ত করতে ওই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে খবর পাঠানো হয়েছে।

সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে একদল চোরা শিকারী হরিণ শিকারের ফাঁদ নিয়ে সুন্দরবনে যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদ পায় বনবিভাগ।এরপর বনকর্মীরা চাঁদপাই রেঞ্জের জয়মনি এলাকায় গিয়ে তিনটি ট্রলারে ৬০ জনকে দেখতে পায়। বনকর্মীরা তাদের ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে হরিণ শিকারের ফাঁদ, ধারালো দা, কুড়ালসহ নানা সরঞ্জাম উদ্ধার করে বলে জানান তিনি।আগামী ১০ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর সুন্দরবনের দুবলারচরের আলোরকোলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রাস উৎসব হবে। এই সব চোরা শিকারী সেই রাস মেলা উপলক্ষে হরিণ শিকার করতে সুন্দরবনে ঢোকে বলে দাবি করেন ওই বন কর্মকর্তা।

রাস মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য ১০ নভেম্বর থেকে বনবিভাগের অনুমতি দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,এই চোরা শিকারীদের কাছে বনবিভাগের কোনো পাশ পারমিট নেই।তাদের বনবিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কার্যালয়ে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বন কর্মকর্তা।

মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আয়োজিত করে যুব জনজাগণর র‍্যালীর। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতুর কাজ শুরু শিগগিরই: কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৫।। দ্বীপ জেলা ভোলার সঙ্গে বরিশালকে যুক্ত করতে বাংলাদেশের দীর্ঘতম সড়ক সেতু নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার ঢাকার বনানীর সেতু ভবনে কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, এই সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, নির্মাণ কাজ শিগগিরই শুরু হবে।বাংলাদেশে এখন দীর্ঘতম সড়ক সেতু হচ্ছে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু, এর দৈর্ঘ্য ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার। ৬ দশমিক ১ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর কাজ শেষ হলে তা হবে দীর্ঘতম সেতু।বরিশাল-ভোলা সেতু হবে পদ্মা সেতুর চেয়েও দীর্ঘ।কাদের বলেন,এই সেতুর দৈর্ঘ্য হবে আট কিলোমিটার। এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ সেতু।

এই কাজের অগ্রগতি তুলে ধরে তিনি বলেন,অলরেডি ফিজিবিলিটি টেস্ট শেষ হয়েছে, এখন ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা হচ্ছে। চায়না এই সেতুতে অর্থায়ন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।বরিশাল-ভোলা সেতু পদ্মা সেতুর মতো হবে না, এতে রেল থাকবে না বলে জানান মন্ত্রী।বড় প্রকল্পগুলোতে 'বড় দুর্নীতি' হচ্ছে বলে বিএনপির অভিযোগের জবাবে কাদের বলেন,উন্নয়ন অগ্রগতিতে সারা বিশ্বে বিস্ময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একটা দৃশ্যমান কাজ বিএনপি দেখাতে পারবে না।

তাদের (বিএনপি) আছে কথামালার চাতুরি। তাদের সরকার এই দেশে দৃশ্যমান কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি। এখন শেখ হাসিনা সরকার করছে, এটা তাদের গায়ে জ্বালা, অন্তর্জালা তারা সইতে পারছে না।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফের নকলের অভিযোগ আয়ুষ্মানের বালা-র বিরুদ্ধে

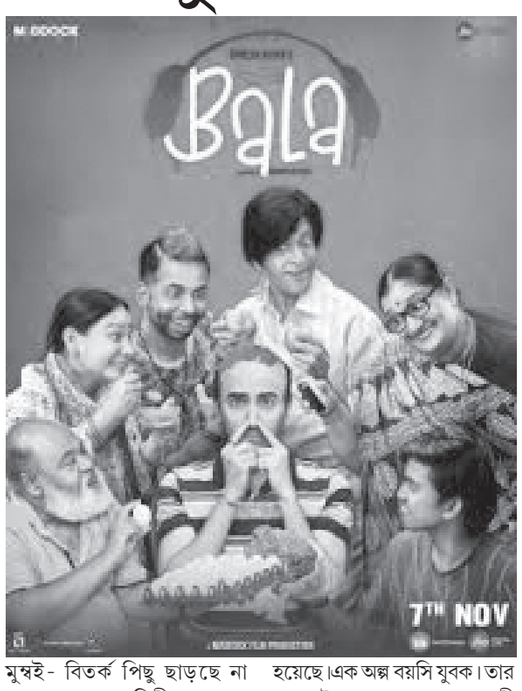

মুম্বই- বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত বালা-র। কিছুদিন আগেই উজড়া চমনের পরিচালক এই ছবির বিরুদ্ধে নকল করার অভিযোগ এনেছিলেন। যদিও সেই মামলা তুলে নিয়েছে উজড়া চমন। এই জট ছাড়তে না ছাড়তেই এবার আরও এক সমস্যার মুখে পড়ল বালা। পরিচালক কমল কান্ত চন্দ্র দাবি করেছেন, এই ছবি তাঁর বায়োপিক থেকে নকল করা হয়েছে।এক অল্প বয়সি যুবক। তার মাথায় টাক পড়ে যাওয়ার ফলে কী কী সমস্যায় পড়তে হয় সেই গল্পই রয়েছে বালা-য়। কমল কান্ত চন্দ্র বলেছেন, আমার বায়োপিক থেকেই এই গল্প টোকা। এই মুহূর্তে এই ছবির মুক্তি আটকে দেওয়া হোক, যাতে আমি আমার ছবিটি করতে পারি। এটি আমার জীবনেরই গল্প।পরিচালক কমল কান্ত চন্দ্র দাবি করেন, ২০১৭-য় তিনি তাঁর বায়োপিকে অভিনয় করার জন্য আয়ুষ্মান খুরানাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে টাক মাথা চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হননি আয়ুষ্মান। কিন্তু ২০১৮ তিনি জানতে পারেন, একই রকম একটি ছবিতে টাক মাথা ব্যক্তির ভূমিকাতেই অভিনয় করছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ওকে আইনি নোটিশ পাঠাই। মার্চে বম্বে হাইকোর্টে আমি ওর বিরুদ্ধে ও ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে একটি মামলাও করি। বালা প্রযোজক দীনেশ বিজন তখন বলেছিলেন, তাঁরা চিত্রনাট্যের উপরে কাজ করছেন।এখানেই থেমে যাননি কমল কান্ত চন্দ্র। তিনি এরপরে ২০১৯ অক্টোবরে মামলাটি নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে যান। ৮ নভেম্বর বালা মুক্তি পাওয়ার আগে এই ছবি নিয়ে সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।বালা-কে কেন্দ্র করে বিতর্কের শেষ এখানেই নয়। জয়পুরের এক পরিচালক নমন গয়ালও দাবি করছেন, এই ছবির প্লট তাঁরই একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি থেকে নকল করা।প্রসঙ্গত আগামী ৮ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে আয়ুষ্মানের বালা। এই ছবিতে রয়েছেন ভূমি পেডনেকর, ইয়ামি গৌতম।২০১৯ সালে বলিউডে ফের একবার ছক্কা হাঁকাতে চলেছেন আয়ুষ্মান। অন্তত তাঁর অভিনীত ছবি ''বালা''র ট্রেলার সেরকমই এক বার্তা দিচ্ছে। ছবি টিজারেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ২০১৯ এ আরও একটি ব্লকবাস্টার নিয়ে হাজির হতে চলেছেন আয়ুষ্মান।আর ট্রেলার সেই দাবিকে আরও জোরালো করল।ছবির গল্প বালাকে নিয়ে। যাঁর রয়েছে চুল পড়ার সমস্যা। আর চুল পড়তে পড়তে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছেন বালা , যে আত্মবিশ্বাসও তাঁর হারিয়ে গিয়েছে। কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত সমস্যায় পড়ে যান তিনি। এমন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে অনেক উপায় তিনি অবলম্বন করলেও, শেষে পড়ে যান জটিল এক সংকটে! মজার মোড়কে এই ছবি দিয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা। ছবির হাত ধরে ফের একবার ''জোর লাগাকে হইশা'' ফিল্মের জুটি ভূমি-আয়ুষ্মান ফের সেই ম্যাজিক দেখা যায় কি না , তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা।আয়ুষ্মান খুরানা, ইয়ামি গৌতম, ভূমি পেনধরকর অভিনীত এই ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ৭ নভেম্বর। অমর কৌশিক পরিচালিত ''বালা'' ছবিটির প্রযোজক দীনেশ বিজন। ছবির ট্রেলার নজর কেড়েছেন জাভেদ জাফরি, সৌরভ শুক্লর মতো অভিনেতারা।

২০১৯-এর প্রেমের গল্প যৌনতা ছাড়া অবিশ্বাস্য: অপর্ণা সেন

নিলেন ?কিছু কিছু ছবি করার ভাবনা আমার স্বপ্নেও এসেছে। গৌরী লঙ্কেশ, সুজাত বুখারির মৃত্যু আমায় খুব অসহায় করে দিয়েছিল।নাড়া খেয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম হয়নি সে রাতে যে দিন গৌরী লঙ্কেশ হত্যা হয়। স্বপ্ন দেখলাম, একজন নতুন ফিল্মমেকার, সে সত্যজিত রায়ের ছবির ভক্ত।সে প্রথম ছবি বানাচ্ছে ''ঘরে বাইরে'', কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে। মনে হল এই পরিচালক কে? এ তো আমি! আমি ধরতক্তা মার পেরেক ছবি করতে পারি না। বছরে চারটে ছবি করব! এরকম হয় না আমার। বরং আমার প্রত্যেকটা ছবিতে নিজেকে মনে হয়, আমি নতুন পরিচালক।প্রথমে কি চিত্রনাট্য অন্যরকম ভেবেছিলেন ?প্রথমে ফিল্ম উইদিন ফিল্ম, এরকমটা ভেবেছিলাম। কোকোও বলল, শ্রীকান্তও বলল, আপনি আজকের প্রেক্ষিতে সোজা গল্পটা বলুন।সে গল্প কেমন হল ?নিখিলেশ এবং সন্দীপের ছোটবেলা থেকে শুরু গল্প। ত্রিকোণ প্রেমের ওপর রাজনীতি কেমন করে প্রভাব ফেলছে,সেটা দেখিয়েছি।চরিত্র নির্বাচনে রদবদল হয়েছে ?যাকে প্রথমে নিখিলেশ ভেবেছিলাম তাকে ওই ছোটবেলায় দেখলাম মানাবে না। তাই অনির্বাণ।অনির্বাণ বলেছিল, আমি কী করে করব ?ওর অভিনয় ক্ষমতার ওপর আমার গভীর আস্থা ছিল। কল্যাণ ওকে পাইপ খাওয়া শেখাল। ও সঙ্গে সঙ্গে পাইপ কিনল। পাইপ ধরা, ক্লিন করা সবটা শিখে ফেলল। মেদিনীপুরের ছেলে যে ভাবে ইংরেজি বলল আমি অবাক হয়ে গেছি।সন্দীপের ভূমিকায় যিশুআর সন্দীপ ?যিশু তো পঞ্চাশ শতাংশ তৈরি।সন্দীপের ওই ফ্ল্যামবয়েন্স ওর মধ্যেই আছে। ও নিজেও খুব খুশি এই চরিত্র করে। আমার মনে আছে, এক সময় ''আরশিনগর''-এ যখন যিশুকে নিয়েছিলাম তখন প্রবল আপত্তি উঠেছিল।তারপর কোথায় চলে গেল ও। এখন আবার সবাই বলল যিশুকেই নাও।তুহিনা কেন ?ওকে আমার এত সুন্দর লাগে না! সৃজিত বলেছিল ওর কথা। ওই কেঁকড়া চুল, কালো রং, হিলহিলে ফিগার।ওরকম হাইট! ও প্রচুর খেটেছে। ওকে তো বলতাম, তোর জ'' লাইনটা বার করে আনলেই আর কিছু লাগে না।এই ছবিতে যৌনতার জায়গা...সত্যজিত রায় ১৯০৪-এর প্রেক্ষাপটে চুম্বনের দৃশ্য দেখিয়েছিলেন। তখন ওটাই সম্ভব ছিল। আর ২০১৯-এরগল্প প্রেম আর যৌনতা ছাড়া অবিশ্বাস্য।প্রসঙ্গ বদলাই। বদলের এই ইন্ডাস্ট্রিতে অপর্ণা সেন কেমন করে আছেন ?(একটু ভেবে)বদলের ক্ষেত্রে মনে হয়, দর্শকের রুচি নিম্ন হয়েছে।তবে সকলের নয়। টেলিভিশনের ধারাবাহিক তার জন্য দায়ী।রোজ ভাজাভুজি দিলে আপনি রোজ ভাজাই খাবেন। পুষ্টিকর খাবার খাবেন কেন? আমার মনে হয় একটা ডেলি সোপ আমিও করি।দেখি না... আমি করব না। কারণ, যা করতে বলা হবে আমি করব না। আর এই টিআরপি-র বিষয়টাও আমি বুঝি না। আমি কাউকে চিনি না যার বাড়িতে বাক্স দেওয়া আছে। মধ্যবিত্ত বাড়িতে কেমন সব গয়না পরে শুতে যাচ্ছে! কি জানি! আগে ''রজনি'', ''নুক্কর'',''ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া''-ও হয়েছে তো।তবে এটাও ঠিক, এই ধারাবাহিকের মাধ্যমেই প্রচুর মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছেন।আর বাংলা ইন্ডাস্ট্রি ?দেখুন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কথা ছেড়ে দিলাম।এখন হি ইজ দ্য বেস্ট! খুব কষ্ট করে ছবি করছেন এখন। উনি সিনেমার কবি। ওর কথা ছেড়েই দিলাম। ''উড়োজাহাজ''দেখার খুব ইচ্ছে আছে আমার। এখনও দেখা হয়নি। তবে এখানকার দর্শক ওর ছবি কম দেখলেও বিদেশে উনি দর্শক পেয়ে গিয়েছেন। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ''নগরকীর্তন'', ''সিনেমাওয়ালা''খুব ভাল লেগেছে। আদিত্য বিক্রম ভাল কাজ করে। প্রতীমের ''মাছের ঝোল'',''সাহেব বিবি গোলাম''ভাল লেগেছিল। নতুন পরিচালকেরাও এসেছে এখন। তবে ''নগরকীর্তন''চলায় মনে হয়েছে, মানুষ ভাল কিছু খোঁজে, দেখে।তুহিনাকে স্ক্রিপ্ট বোঝাচ্ছেন অপর্ণাআপনি যখন কোনও কথা বলেন মানুষ শোনে ?নাহ এখন আর শোনে না। সমাজ রাজনৈতিক ভাবে এত ভাগে বিভক্ত যে আজকাল ''লিবারল''কথাটা গালাগালির স্তরে চলে গিয়েছে। লিবারল বললেই ''স্যুডো লিবারল'', ইন্টেলেকচুয়াল বললেই ''স্যুডো ইন্টেলেকচুয়াল'', আমাকে এরকম তকমা দেয় অনেকে! অথচ আমি নিজেকে এরকম বলিইনি কোনও দিন! আমি তো কলেজ শেষ করিনি। হ্যাঁ, পড়াশোনা ভালবাসি, তাই প্রচুর পড়ি।আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংযত হতে বলেন, আবার বিজেপি সরকারের নির্দিষ্ট কোনও নীতির সোজাসুজি বিরোধিতা করেন...দেখুন, আমার রাজনীতি ইসু বেসড! মাই পার্টি রং, মাই পার্টি রাইট এই নীতি আমি একেবারেই মানি না! আমার কোনও পার্টির ওপর ভরসা নেই। সমস্ত পার্টি ভোট ব্যাঙ্ক পলিটিক্স করে। আমি মানুষে বিশ্বাস করি। ভরসা করি।সেরকম ভিশনারি কেউ...এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন ?প দিল্লিতে ভাল কাজ করেছে।যোগেন্দ্র যাদবকে আমার ভাল লাগে।স্বরাজ বলে ওঁর পার্টি আছে। রবীশ কুমার পার্টি করলে আমি তো এক্ষুনি যোগ দেব।কাদের দিকে তাকিয়ে থাকব? কে আছেন? এমনকি, জ্যোতিবাবুর সময় মরিচঝাঁপি হয়েছে। সবাই এখন নেহরুকে দোষ দেয়। কাশ্মীরের কথা তোলে। আমার বাবা কিন্তু বলতেন, নেহরু যখন ভারতবর্ষ পেলেন ১৯৪৭-এ, তখন একটা ছুচও পাওয়া যেত না যা ভারতে তৈরি। অথচ ১৯৬৭-তে একটা জিনিসও পাওয়া যেত না যা ভারতে তৈরি হয় না।কুড়ি বছরে নেহরু ভারতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন করে তুললেন। অথচ পাকিস্তান সে ভাবে দাঁড়াতে পারল না। এই একজন আর মনমোহন সিংহ নব্বইয়ের দশকে ইকনমিটা খুলে দিলেন।এই দুই মানুষ ভারতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দায়ী। অভিজিত বিনায়ক-ও তো প্রশংসা করে গেলেন মনমোহন সিংহের।এখন সকলের ভয় করে?হ্যাঁ। কেউ কিছু বলবে না। ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হচ্ছে। আমরা চিঠিতে প্রতিবাদ করলাম। সংবিধান মেনে। কোথাও ইন্টেলেকচুয়াল কথা লেখা ছিলনা কিন্তু।একশো তেত্রিশ কোটির দেশে ৪৮ জন লোক এপ্রিলে চিঠি লিখল, তার জের চলল অক্টোবর অবধি। কেস হল! কেন? রেইন অব টেরর দিয়ে সব ঠান্ডা করে রাখা হচ্ছে!আপনি কি এর মধ্যেও আশাবাদী ?হ্যাঁ। ওই যে বললাম মানুষের ওপর বিশ্বাস! আর প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন সব কা বিশ্বাস... আমি সেই সব বিশ্বাসের আশায় বসে আছি।

চেনেন না এমন পরিবারের ভালোবাসায় আপ্লুত দম্পতি, কোহলির জন্মদিনে জানালেন অনুষ্কা

বিশ্বজুড়ে তাঁদের খ্যাতি কম নয়। একজন ভারত অধিনায়ক এবং ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিকেটদুনিয়া শাসন করে চলেছেন আর অন্যজন বলিউডে অভিনেত্রী ও প্রযোজক হিসেবে চুটিয়ে কাজ করছেন। অথচ খ্যাতির শিখরে থাকা এই দম্পতিতেই চিনল না ভুটানের এক পরিবার।ঠিক কী ঘটেছে?্যাঁ, এমনটাই হয়েছে। আর এই অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকে মন থেকে বেজায় খুশি বিরুষ্কা। বিরাটের জন্মদিনের সময় এই মুহূর্তে ছুটি কাটাতে ভুটানে ট্রেকিং করতে গিয়েছেন ভারতীয় দম্পতি। সেখানেই ট্রেকের মাঝে এক জায়গায় বিশ্রাম নিতে থামেন। তখনই এক পরিবার বিরুষ্কাকে তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।অনুষ্কা তাঁর পোস্টে কী লিখলেনঅতিথি হিসেবে সেখানে গিয়ে বিরাট-অনুষ্কা জানতে পারেন, একেবারে সাধারণ আর পাঁচজনের মতোই তাঁদের দেখে ভালো লাগায় বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায় ঐ পরিবার। পরিবারের কেউই বিরাট-অনুষ্কার আসল পরিচয় সম্পর্কে জানতেন না। বিরাটের জন্মদিনের দিন সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অনুষ্কা লিখেছেন,''ভুটানে ঐ পরিবারের আপ্যায়নে আমরা দারুণ খুশি। ঐ পরিবার আমাদের শুধুমাত্র ট্রেকিং করতে আসা পথ চলতি কোনও যাত্রী হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। প্রতিদিন এমন একটা মুহূর্তে খুব একটা বড় পাওয়া যায় না। ঘুরতে এসে এই মুহূর্তটা পেয়ে জুটিতে আমরা খুবই আপ্লুত।শুভ জন্মদিন বিরাট, ৩১ শে পা দিলেন ভারত অধিনায়কপ্রসঙ্গত এদিন ৩১ বছরে পা দিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছার জোয়ারে ভরিয়ে দিয়েছে নেটদুনিয়া।প্রাক্তন থেকে বর্তমান, যুব দলের ক্রিকেটাররা বিরাট মোমেন্টের ছবি পোস্ট করে ভারত অধিনায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিরাট নিজেও পাল্টা ফ্যানদের কিছু ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেখানে নিজের জন্য একটি চিঠি লিখে(১৫ বছরের চিকুকে চিঠি লেখেন ৩১ এর বিরাট) পরোক্ষে দেশবাসীকে মোটিভেট করেছেন ভিকে। সেই সঙ্গে ভুটানে এদিন স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে জন্মদিন পালনের ছবি পোস্ট করেছেন কোহলি।

হ্যালোইনের দিন বলি আইকনদের বেছে নয়া চমক সোনম কাপুরের

যিনি বলেছিলেন রূপকথার ঘটনা কখনও সত্যি হয় না তিনি কখনও সেটা দেখেননি। কারণ রূপকথার মতো বাস্তবেও অনেক সুন্দর সম্পর্ক আমাদের আশেপাশেই রয়েছে। সেই রূপকথারই একজন হলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজা। বলিউডের অন্যতম ফ্যাশনেবল নায়িকাদের নাম বলতে সবার আগে সোনমের কথাই মাথায় আসে। অভিনেত্রীর বাইরে তাকে অনেকে ফ্যাশন আইকনও বলে থাকে। তার ফ্যাশন স্টেটমেন্টে কাবু আট থেকে অষ্টাদশী।সোশ্যাল মিডিয়ায় দৌলতে মাঝেমধ্যেই দুজনকেই খবরের শিরোনামে দেখা যায়। নিজেদের ব্যক্তিগত ছবি মাঝেমধ্যেই নিজেদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে শেয়ার করেন দুজনেও।

প্রত্যেকটা দিন কীভাবে স্মরণীয় করে রাখতে হয় তা ভালই জানেন সোনম এবং আনন্দ। সম্প্রতি হ্যালোইন উদযাপনের স্মরণে দুজনেই বলিউডের আইকনিক ডিভাকে স্মরণ করে সেজেছিলেন। ''মুঘল-ই-আজম''-এর সেলিম সেজেছিলেন আনন্দ এবং আনারকলি সেজেছিলেন সোনম।সোনম হাউজ অব মাসাবা ক্রিয়েশনে খুব সুন্দর করে সেজেছিল। পুরো সাজটার মধ্যেই ছিল অভিনবত্বের ছোঁয়া। অপরদিকে আনন্দকে জ্যাকার্ড কমলা রঙের কুর্তায় সেলিমের বেশেও দারুণ মানিয়েছিল। এই দুই লাভ বার্ডস নিজেদের এই ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে। যা মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় নেটদুনিয়ায়। ছবির ক্যাপশনটিও ছিল বেশ নজরকাড়া। যেখানে লেখা ছিল, ''প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া''। হ্যালোইনের এই দিন বেশিরভাগ লোকেরাই হলিউডের চরিত্র বেছে নেন। সেক্ষেত্রে সোনম বলিউড আইকনদের বেছে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

ব্রহ্মাস্ত্র তেই আবার দেখা যাবে কিং খান কে

জিরোর পর আর বড়ো পর্দায় দেখা যায়নি কিং খান কে। বক্স অফিস হোক বা ক্রিটিক দের কাছে, সেরকম সাড়া পায়নি জিরো।তারপর তার অবসর নাওয়ার কোথাও শোনা যাচ্ছিল যাতে হতাশ হয়ে পড়ে ভক্তরা। কিন্তু আবারও বড় পর্দায় দেখা দিতে চলেছেন কিং খান। অয়ন মুখোপাধ্যায় এর পরবর্তী ছবি ব্রমহাস্ত্র তে দেখা যাবে কিং খান কে।অয়ন মুখোপাধ্যায় এর পরবর্তী এই ছবিতে যেমন দেখা যাবে বড় বড় তারকাদের একসাথে, যেমন আলিয়া ভট, রণবীর কাপুর, বিগ বি কে তেমন পৌরাণিক প্লটের ওপর তৈরি এটি হতে চলেছে একটি বিগ বাজেট ফিল্ম। তবে শাহরুখ খানের এই ছবিতে কাজ করার কথা এর আগে সামনে আসেনি। জানা যাচ্ছে ছবির শুটিং এর জন্য সময়ও দিয়ে দেন কিং খান এবং কিং খানের জন্মদিনের দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কথা ঘোষণা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

অনিজ বাজমীর পরবর্তী ছবিতে জুটি বাঁধছেন সারা-ভিকি

মহানগর ওয়েবডেস্ক: খুব শীঘ্রই বলিউডে আরও একটি নতুন জুটি দেখতে চলেছেন দর্শকরা। পরিচালক অনিজ বাজমীর কমেডি ছবিতে দেখা যাবে সারা আলি খান এবং ভিকি কৌশলকে। অনিজ তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে নতুন মুখের সন্ধান করছিলেন এবং এর জন্য তিনি সারা-কার্তিককে বেছে নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, ছবিটির জন্য ভিকি রাজি হয়ে গেছেন। অন্যদিকে, সারাও ছবির স্ক্রিপ্ট পছন্দ করেছেন।

প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন একতা কাপুর।সূত্রের খবর, একতা সারার সঙ্গে কাজ করতে চান এবং আগে থেকেই অনেক কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন। তাছাড়াও মা অমৃতা সিংয়ের প্রথম পছন্দ ছিল একতাকে। একতার প্রযোজনায় ''কেদারনাথ'' দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেছিলেন সারা। তবে ডেবিউয়ের সময় অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল ছবিটিকে। আগামী বছরে ভিকি-সারার এই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে।অন্যদিকে, অভিনেত্রী ব্যস্ত রয়েছেন ''কুলি নম্বর অয়ান''-এর শ্যুটিংয়ে। বরুণের সঙ্গে দেখা যাবে তাঁকে। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ডেভিড ধাওয়ান। পাশপাশি ইমতিয়াজ আলির ''আজ কাল'' ছবিতেও দেখা যাবে এই সুন্দরীকে। বিপরীতে রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান। এদিকে, ভিকিকে দেখা যাবে ''ভূত: পার্ট ওয়ান''-এ, করণের ''তখত'' এবং সুজিত সরকারের ''উদাম সিং''-এ।

দিল্লি দূষণ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিক্ততা প্রকাশ বলিউড তারকাদের

এককথায় দিল্লিতে বায়ু দূষণের কারণে সেখানে সবার বাঁচার উপায় এখন মাস্ক। আর এই অবস্থা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিক্ততা প্রকাশ করেছেন বেশ কজন বলিউড তারকা। এই তালিকায় রয়েছেন- প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, স্বরা ভাস্কর, অর্জুন রামপাল, রামকুমার রাও প্রমুখ।''প্রিয়াঙ্কা এখন দিল্লিতে নেটাফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ ''দ্য হোয়াইট টাইগার''র শুটিং করছেন। শুটিংয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন মাস্ক। আর সেই মাস্ক পরা ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। সেখানে লিখেছেন, ''শুটিং করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ভেবে অবাক হচ্ছি, এখানে মানুষ বসবাস করছে কিভাবে।''প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তিনি আরও লিখেছেন, ''আমরা না হয় মাস্ক ও এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করে রেহাই পাচ্ছি। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, রাস্তায় থাকে, তাদের কথা ভেবে খারাপ লাগছে। তাদের জন্য প্রার্থনা।''অর্জুন রামপাল ট্যুইটে লিখেছেন, ''এখানে শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। ধোঁয়া''টে পরিবেশে অস্থির চারপাশের মানুষ। শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। আর কতো বড় বিপর্যয় হলে মানুষের ঘুম ভাঙবে, সচেতন হবেন?''স্বরা ভাস্কর ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ''দূষণ আর ধোঁয়াশার কারণে খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তবে ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে চলেছি, তাতে বিরাম নেই। ''পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সমাজকর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে বলিউড তারকারা নানামুখী উদ্যোগের কথা বলে আসছেন। কিন্তু কাজের কাজ আর হচ্ছে না।এদিকে পরিবেশ সচেনতা নিয়ে প্রিয়াঙ্কার উদ্দেশ্য মহত হলেও তার ধুমপানের প্রসঙ্গে টেনে তীব্র সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন নেটিজেনরা।

মঙ্গলবার থেকে বামফ্রন্টের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। ছবি- নিজস্ব।

ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা : দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ১৬৯টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান সিবিআই-এর

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় দেশজুড়ে ম্যারাথন তল্লাশি শুরু করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)উ মঙ্গলবার সকাল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দাদর এবং নাগর হাভেলি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ১৬৯টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, ৭০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় প্রায় ৩৫টি মামলা দায়ের করেছে সিবিআইউ ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলাতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দাদর এবং নাগর হাভেলি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ১৬৯টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

যুব তৃণমূল কর্মীকে খুনের হুমকি কাইজার ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে, উত্তেজনা ভাঙড়ে

ভাঙড়, ৫ নভেম্বর (হি.স.): ফের কাঠগড়ায় ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ। এবার একজন যুব তৃণমূল কর্মীকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড় থানার অন্তর্গত বড়ালী এলাকার ঘটনা। স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীর নাম ফজলে করিম। এই ঘটনায় কাইজার আহমেদ-সহ প্রাণগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মফিজুল ইসলামের নামে ভাঙড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ফজলে করিম। করিমের দাবি, গত রবিবার এলাকায় একটি যুব তৃণমূলের মিটিং ছিল। সেই মিটিংয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর সোমবার সন্ধ্যায় তার বাড়িতে গিয়ে কাইজার আহমেদের অনুগামীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাড়িতে গিয়ে খুনের হুমকি দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ফজলে করিম বাবুর বাড়িতে গেলে পালিয়ে যায় কাইজার অনুগামীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় মৃদু উত্তেজনা রয়েছে।

ভাঙড়ের রাজনীতিতে ফজলে করিম বাবু তৃণমূলের প্রায় প্রথম থেকেই প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। গত লোকসভা ভোটের পর কাউজার আহমেদ অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে অন্যায় ভাবে তাকে সরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরেই তিনি যুব তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকছিলেন। গত রবিবার এলাকায় যুব তৃণমূলের মিটিংয়ে যাওয়ায় তার বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বাড়িতে গিয়ে তাকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ভাঙড় থানায় কাইজার আহমেদ-সহ তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ফজলে করিম। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও, কাইজার আহমেদের দাবি, দলের নেতা-কর্মীদের নামে বাজে মন্তব্য করেছেন ফজলে করিম। তাই তৃণমূল কর্মীরা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল তাকে। পরে পুলিশ গিয়ে বিষয়টি মিটমাট করে দিয়েছে। ফজলে যে অভিযোগ করছেন তা ভিত্তিহীন বলেও দাবি কাইজারের।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে আইআইএসএফ-এর পঞ্চম সংস্করণ চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে বিজ্ঞানের মহোৎসব আইআইএসএফ-এর পঞ্চম সংস্করণ। চলবে আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। কলকাতার সায়েন্স সিটি এবং নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার-সহ বিভিন্ন জায়গায় এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের সমাগম ঘটতে চলেছে। মঙ্গলবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বিজ্ঞান মহোৎসবের উদ্বোধন করবেন। কলকাতায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধন।

কলকাতায় বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে ২০১৫ সাল থেকে শুরু হওয়া ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভ্যাল বা আইআইএসএফ দেশের একাধিক শহর ঘুরে এবার বিজ্ঞানের শহরে আয়োজিত হতে চলেছে। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের জটিল সূত্র নয়, মানুষের জীবনে তার প্রয়োগ এবং প্রয়োজনকে সাধারণের কাছে তুলে ধরতেই এই আয়োজন। বিপুল সংখ্যক নতুন গবেষক ছাড়াও খুদে পড়ুয়ারা এই মহোৎসব থেকে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

আইইডি বিস্ফোরণে কাঁপল ইম্ফলের বাজার, ৪ জন পুলিশ কর্মী-সহ আহত ৫

ইম্ফল, ৫ নভেম্বর (হি.স.): ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলউ মঙ্গলবার সকালে ইম্ফলের থাঙ্গাল বাজারে তীব্র শব্দে আইইডি বিস্ফোরণ হয়উ সেই সময় ওই স্থানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও সাধারণ নাগরিকউ আইইডি বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৪ জন পুলিশ কর্মী, এছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেনউ আহত

মুজফফরপুরে ট্রাক ও অটোর মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ, তিনটি শিশু-সহ মৃত্যু ৫ জনের

মুজফফরপুর (বিহার), ৫ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের মুজফফরপুরে যাত্রীবোঝাই অটো এবং ট্রাকের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে প্রাণ হারালেন তিনটি শিশু-সহ মোট ৫ জনউ মৃতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্যউ সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুজফফরপুর জেলার আহিয়াপুর থানার অন্তর্গত দাদর পেট্রোল পাম্পের সন্নিকটেউ পকেটে থাকা আধার কার্ড দেখে মৃতদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছেউ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-ধরমবীর পাসোয়ান এবং তাঁর ১৬ বছরের ছেলে বিরজু ওরফে সুরজউ বাকি ৩ জনের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ গুরুতর আহত হয়েছেন সোমী এবং ধরমবীরের মেয়ে ৫ বছর বয়সি পুতুলউ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় ঘাতক ট্রাকের চালকউ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুজফফরপুরের জেলা শাসক অলোক রঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, হায়দরাবাদে গাড়ি ধোয়ার কাজ করতেন ধরমবীরউ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হায়দরাবাদেই থাকতেন তিনিউ সোমবার পাটনায় ট্রেন থেকে নামার পর, বাসে চেপে বৈরিয়া এসেছিলেন ধরমবীর ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাউ সেখান থেকে অটোয় চেপে গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেনউ সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আহিয়াপুর থানার অন্তর্গত দাদর পেট্রোল পাম্পের সন্নিকটে অটো ও ট্রাকের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয়উ জোরালো সঙ্ঘর্ষের জেরে অটোটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়উ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনেরউ গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে এসকেএমসিএইচ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক ঘাতক ট্রাকের চালকউ মুজফফরপুরের জেলা শাসক অলোক রঞ্জন ঘোষ আরও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেউ পাশাপাশি কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তাও তদন্ত করে দেখা হবে।

চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় "মহা", গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): চোখ রাঙাচ্ছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় "মহা"। ঘূর্ণিঝড় "মহা"-র তাণ্ডবে আগামী ৪৮ ঘন্টা হালকা থেকে মাঝারি এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দমন ও দিউ এবং দাদর ও নাগর হাভেলিতে। মঙ্গলবার নতুন করে "মহা"-র সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)।

আইএমডি জানিয়েছে, "মহা"-র তাণ্ডবে এই সময়ে উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র। তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা এই মুহূর্তে সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের ফিরে আসতে বলা হয়েছে। আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ নভেম্বর সৌরাষ্ট্র এবং গুজরাট রিজিওনে (জুনাগড়, গীর সোমনাথ, আমরেলি, ভাবনগর, সুরাট, ভারুচ, আনন্দ, আহমেদাবাদ এবং পোরবন্দর) ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও মহারাষ্ট্রের উত্তর মধ্য মহারাষ্ট্র এবং উত্তর কোঙ্কান (পালঘর এবং থানে জেলা) এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের উত্তরের অধিকাংশ জেলায় ৭ নভেম্বর মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র। তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,৫ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের অধ্যাপকদের জন্য সুখবর। এবার থেকে ইউজিসি-র নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পাবেন অধ্যাপকরা উ পাশাপশি বেতন বাড়ছে অতিথি অধ্যাপকদেরও। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে নতুন বেতন। আজ মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে এক সভায় এমনটাই ঘোষণা করেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার, রাজ্যের সবকটি অধ্যাপক সংগঠনকে নেতাজি ইন্ডোরের সভায় ডেকেছিলেন

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার আগরতলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এক কর্মশালা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জগদ্ধাত্রী আরাধনায় মুখরিত শিল্পশহর রিষড়া

রিষড়া(হুগলী), ৫ নভেম্বর (হি.স.) : জগদ্ধাত্রী পুজো বলতেই সকলের মনে প্রথম নামটা যেটা ভেসে ওঠে তা হল চন্দননগর। কিন্তু হুগলী জেলায় আরও একটি শহর রয়েছে যা জগদ্ধাত্রী উপসনায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা গড়ে তুলেছে। জগদ্ধাত্রী আরধনায় চন্দননগরের মতো ঐতিহ্য না থাকলেও নিজস্বতায় উজ্জ্বল শিল্পশহর রিষড়া। ব্রিটিশ আমল থেকেই গঙ্গা তীরবর্তী এই শহরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন কলকারখানা। কিন্তু বর্তমান সময়ে একাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও ভাটা পড়েনি জগদ্ধাত্রীর আরাধনায়।

এখানকার সব থেকে উল্লেখজনক পুজোগুলি মধ্যে হল যুবগোষ্ঠীর লেলিন মাঠের পুজো। পাশাপাশি রয়েছে তেতুল তলা, হরিসভা, প্রেম মন্দির, চারবাতি মতো পুজোগুলি।

এবার ইংল্যাণ্ডের মধ্যযুগীয় একটি গির্জা আদলে মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে যুবগোষ্ঠীর লেলিন মাঠের পুজোতে। মূলত সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবনা এই মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাঠকাঠি অসাধারণ কারুকার্য মণ্ডপের গাত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি মণ্ডপের ভেতরেও পাঠকাঠির অসাধারণ শিল্প সুষমা দেখার মতো। মঙ্গলবার যুবগোষ্ঠীর সম্পাদক সুপ্রিয় দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, প্রায় একমাস সময় লেগেছে এই মণ্ডপটি গড়ে তুলতে। শিল্পী উইলিয়ান সরকারের ভাবনায় এই মণ্ডপ গড়ে তোলা হয়েছে। মণ্ডপের সজ্জায় শিল্পী নিজের কল্পনা বেশি ব্যবহার করেছে। এবছর ৩৯ বছরে পড়ল এই পুজো। সুপ্রিয়বাবু জানিয়েছেন, এদিন রাতে পুজোটির উদ্বোধন করবেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসেছে লেলিন মাঠে। বুধবারে পুজোয় বসবেন পুরোহিত। রবিবার হবে বিসর্জন। উল্লেখ করা যেতে পারে রিষড়ায় নবমী তিথি থেকে পুজো শুরু হয়। পরে মণ্ডপে চারদিন ঠাকুর রেখে দেওয়া হয়।

এদিকে, বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য চালচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেতুল তলার রবীন্দ সংঘের পুজোতে। গোটা মণ্ডপটি বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্য চালচিত্র থিমে গড়ে তোলা হয়েছে। শিল্পী প্রশান্ত পালের ভাবনায় মণ্ডপ এবং প্রতিমা গড়ে তোলা হয়েছে। ত্রৈমাত্রিক রেলিফের মাধ্যমে শিব-দুর্গা, হিন্দু দেবদেবী, পৌরাণিক কাহিনী মণ্ডপের দেওয়ালে তুলে ধরা হয়েছে। ৩২ বছরের পুরনো পুজোটি মঙ্গলবার বিকেলে উদ্বোধন করবেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন শিল্পী প্রশান্ত পাল জানিয়েছেন, জগদ্ধাত্রী এবং দুর্গা পুজোয় ঐতিহ্যগত ভাবে চালচিত্র একান্ত প্রয়োজন। আর চালচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে পটচিত্র। কিন্তু থিমের দাপটে চালচিত্র অনেক পুজোতেই বিদায় নিয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে চালচিত্র সম্পর্কে জানান দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। উল্লেখ করা যেতে পারে দুর্গা এবং জগদ্ধাত্রীর পেছনে থাকে চালচিত্র।

পৌরাণিক দেবদেবীদের রণক্ষেত্রে লড়াই তুলে ধরা হয়েছে সারদামাতা ফরওয়ার্ড ক্লাবের পুজোতে। পুজোর থিম একাই একশো। প্লাইউড, টিন, সামুদ্রিক পাথর দিয়ে মণ্ডপ গড়ে তোলা হয়েছে। ৪৭ বছরে পড়েছে এই পুজো। মন্দির গাত্রে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সংঘর্ষ-বিরতি পুনরায় ফের পাক হানা, প্রত্যুত্তরে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারত

জম্মু, ৫ নভেম্বর (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ মঙ্গলবার সকাল ৭.৪০ মিনিট থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত, প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলতে থাকে গুলিবর্ষণউ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৭.৪০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালাতে শুরু করে পাক সেনাবাহিনীউ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ গুলিবর্ষণ থেমে যায় সকাল আটটা নাগাদউ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

২০২১ সালে বাংলায় আমরাই সরকার গড়ব : মমতা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স): '২০২১ সালে বাংলায় আমরাই সরকার গড়ব'। মঙ্গলবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে এই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে সভা ডেকেছিল শিক্ষা দফতর। সেখানেই মূল বক্তা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় শোনা গেল একুশের ভোটের স্লোগান। বলেন, 'কেউ যদি মনে করে আমাদের সরকার হবে সাফ, মানুষ মনে করে তোমাদের কথা বলাটাই পাপ।'

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা প্রায়ই বলছেন, লোকসভায় তৃণমূলকে অর্ধেক আসনে নামিয়ে আনা গেছে। একুশের বিধানসভায় পুরোটা সাফ হয়ে যাবে। সেই সূত্র ধরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিজেপির নাম না করে তোপ দেগেছেন। তাঁর কথায়, 'আগামী দিনে ফের মা মাটি মানুষের সরকার হবে। এই সরকার থাকবে, গর্বের সঙ্গে কাজ করবে। দাঙ্গা করে নয়, বিভেদ করে নয়, মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করবে।'

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ, মেরুকরণের রাজনীতি সহ একাধিক ইস্যুতে এদিনের সভায় নরেন্দ্র মোদী সরকারকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কলেজ শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ইউজিসির সংশোধিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পাবেন শিক্ষকরা। তবে, ইউজিসির সংশোধিত বেতন কাঠামো চালু হলেও কোনও রকম এরিয়ার মিলছে না। তার পরিবর্তে ২০১৬-১৯ তিন বছর ৩ শতাংশ হারে বেতনবৃদ্ধি হবে। এককালীন এই টাকা দেওয়া হবে কলেজ শিক্ষকদের। ইউজিসি হারে

ছয়ের পাতায়

শুধু চন্দননগরই নয় হুগলীর জেলার সোমরাবাজারেও সমান সমাদ্রীত মা জগতজননী

হুগলি, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : মহাদেব দেবকে একসাথে বসিয়ে পুজিত হয় সোমড়াবাজার আদি জগদ্ধাত্রী পুজো।

কথিত আছে বাংলার আদি এবং প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো বলে পরিচিত হুগলি জেলার সোমড়া গ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজো। কালের সময়ে এই জগদ্ধাত্রী পুজো পারিবারিক উৎসব থেকে বর্তমানে গ্রাম্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির পুজো তে পরিনত হয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষজন একত্রে মিলিত হয় এই পুজোর নবমীর দিনে। হাওড়া-কাটোয়া শাখার সোমড়াবাজার স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের পথ পেরিয়ে এই প্রাচীন জগদ্ধাত্রী মন্দির। স্বপ্নাদেশে অষ্টধাতুর তৈরি এই মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেওয়ান রাম শঙ্কর রায় ১১৭২ সালে। দেবী এখানে শ্রী শ্রী মহাবিদ্যা নামে পূজিত হন।

মা জগদ্ধাত্রীর বাম পাশে রয়েছে মহাদেব শিব। এই শিবের বৈশিষ্ট্য হল মুখে রয়েছে গোঁফ ও দাঁরি। শিবের কোলে রয়েছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাতকি ও গণেশ।

ইতিহাস বলে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মহাদেব শিবের প্রতিকৃতির মাধ্যমে। হিন্দু মুসলিম সাপত্যের নিদর্শন রয়েছে মন্দির সহ বিগ্রহের মধ্যে। মা জগদ্ধাত্রীর বাহন "সিংহ" এখানে নরসিংহ হিসাবে মায়ের পায়ের নিচে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিদিন নিত্য পুজো হলেও জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমীর দিন বিশেষ পুজো হয়। সপ্তমী, অষ্টমী পুজো একই দিনে শেষ করার পর হয় নবমী পুজোর আয়োজন। কথিত আছে পাল যুগে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন রাম শঙ্কর রায়। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শৈলী রয়েছে মন্দিরের গঠন আকৃতিতে। মন্দির টি নবরত্ন অর্থাৎ নয় কোনা বিশিষ্ট। এই ধরনের স্থাপত্য শৈলী সাধারণও অনান্য মন্দিরের থেকে আলাদা। আগে মন্দিরের গায়ে দক্ষিণী স্থাপত্য শিল্পের কারুকাজ করা ছিল। অবহেলার কারণে তা বিলুপ্ত হয়েছে। তবে পুরাতন রীতি মেনে আজও জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমী তিথি মেনে পুজো হয় মায়ের। বৈদিক মতে পুজো হওয়ার কারনে নবমীর পুজোর দিন হয় না কোনো বলিদান। আগে নয়জন পন্ডিত মিলে হোমকুন্ডে হোমযজ্ঞ করত। বর্তমানে পুজোর দিনে একজন পূজারী হোমকুন্ডে যজ্ঞ করেন। নবমী পুজোর দিন, মায়ের ভোগ হিসাবে দেওয়া হয় পাঁচ রকমের ভাজা, খিচুড়ি, লুচি, পোলাও, ছানার তরকারি ও রকমারি মিষ্টান্ন। পাশাপাশি মহাদেব শিবের ভোগ হিসাবে সাদাভাত, ঘি, আলুসেদ্ধ ও সৌন্দক লবণ দেওয়া হয়। বর্তমানে বংশধরেরা দেশ ও বিদেশে থাকা সত্বেও পুজোর নবমীর দিন সকলে এসে গ্রামবাসীদের সাথে মিলিত হয়ে পুজো দেন ও একসাথে খাওয়াদাওয়া করে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। বর্তমানে সোমড়াবাজারের এই আদি জগদ্ধাত্রী মন্দির সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির দলিল হিসাবে বাংলায় বিরাজ করছে আজওন ইতিহাসের খাতায়। তাই ইতিহাস যাই বলুক না কেনো, মায়ের আরাধানায় কোন খামতি রাখতে চয়না গ্রামবাসী। তাই চন্দননগর নয় জগতজননীর আরাধনায় মেতে উঠেছে সোমরাবাজার।

লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি হলেন চিরাগ পাসওয়ান

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি হলেন চিরাগ পাসওয়ান। মঙ্গলবার দলের বিদায়ী সভাপতি তথা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রামবিলা পাসওয়ান জানিয়েছেন, দিল্লিতে দলের জাতীয় এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে চিরাগ পাসওয়ানকে দলের পরবর্তী সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০০ সালে লোক জনশক্তি পার্টি গড়ে তোলেন রামবিলাস পাসওয়ান। রাজনৈতিক মতাদর্শ বিভিন্ন হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গড়েছে রামবিলাসের দল। বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে জোট করে এনডিএ-তে রয়েছে লোক জনশক্তি পার্টি। বিহারের দলিত ভোটব্যাঙ্ককে বরাবর প্রভাবিত করেছে এসেছে লোক জনশক্তি পার্টি।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিহার থেকে ছয় আসন পেয়েছে এই দল।

বিগত কয়েকটি নির্বাচনে লোক জনশক্তি পার্টির রণকৌশল ঠিক করছিলেন রামবিলাসের পুত্র চিরাগ পাসওয়ান।

লোকসভার দুইবারের সাংসদ চিরাগ বিজেপির সঙ্গে জোটে যাওয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বছর ৭৩-এর বর্ষীয়ান নেতা রামবিলাস পাসওয়ান জানিয়েছেন, সর্বসম্মতি ক্রমে চিরাগ পাসওয়ানকে দলের সভাপতি হিসেবে জাতীয় এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেছেন চিরাগের নেতৃত্বে দল আগামীদিনে এগিয়ে যাবে। দল আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে অসামাজিক কাজ : ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত

দেহরাদুন, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : দেহরাদুনকে প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত নেতৃত্ব মঙ্গলবার শহরজুড়ে চলল অভিযান। 'প্লাস্টি মুক্ত-গ্রিন দুন মিশনের' লক্ষ্যে মঙ্গলবার ৫০ কিলোমিটার মানবশৃঙ্খল গড়ে তুলে চলে অভিযান।

দেহরাদুন পৌরনিগমের আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। প্রায় এক লক্ষ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। প্লাস্টিক মুক্ত, স্বচ্চ এবং সুন্দর দেহরাদুনের লক্ষ্যে এই সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হয়। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত জানিয়েছেন,

ছয়ের পাতায়

সোনারপুরে মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার

সোনারপুর, ৫ নভেম্বর (হি.স.): মাঝবয়সী মহিলার গলাকাটা রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে। সোমবার রাতে সোনারপুর থানার অন্তর্গত ময়লাপোতা এলাকায় বাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয় মহিলার গলাকাটা মৃতদেহ। মৃত মহিলার নাম হল- যমুনা বণিক (৪৫)। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে রক্তমাখা একটি বটি। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে। সোনারপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় মৃতার স্বামী নেপাল বণিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, আয়ার কাজ করতেন যুমনাদেবী। সোমবারও কাজে যাওয়ারও কথা ছিল তাঁর। কিন্তু, সোমবার রাতে নেপাল বণিক কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের মেঝেতে স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। তিনি চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যমুনার ভাইদের ফোন করে খবর দেন নেপাল নিজেই। খবর পেয়ে তারাও আসে ঘটনাস্থলে। স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার সকালে নেপাল কাজে যাওয়ার সময় বাইরে এসেছিল যমুনা। তারপর থেকে তাকে সারাদিন আর কেউ বাড়ির বাইরে বের হতে দেখেননি। স্বামী নেপাল জানিয়েছেন, দুপুরে ফোনে তার সঙ্গে স্ত্রীর শেষ কথা হয়। একটি আয়া সেন্টারে কাজ করতেন যমুনা। দুপুরে তার কাজে যাওয়ার কথা ছিল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ বালিগঞ্জ থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বারবার স্ত্রীর মোবাইলে ফোন করলেও তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি বলে দাবি নেপালের।

সোনারপুরে ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির জন্য মাছ ও আপেল কিনে বাড়ি ফেরেন নেপাল। বাড়ি ফিরে গেট খুলে দেওয়ার জন্য বারবার স্ত্রীকে ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়াশব্দ পাননি। তারপর প্রতিবেশী এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে তালা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ দেখেন তিনি। মতার পরিবার এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ থানায় দায়ের করেনি। মঙ্গলবার ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরেই অভিযোগ দায়ের করবেন বলে তারা জানিয়েছেন। তবে, সংবাদমাধ্যমের কাছে মতার ভাই এই ঘটনাকে "পরিকল্পিত ভাবে খুন" করা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

বৃদ্ধের হাত পা বেঁধে ডাকাতি খোদ কলকাতায়

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স): সোমবার রাতে ডাকাতির ঘটনা ঘটল কলকাতায়। রানিকুঠি এলাকায় এক ৮৭ বছরের বৃদ্ধ অমল চন্দ্র বসুর বাড়িতে চড়াও হয় ডাকাত দল। অভিযোগ, তাঁর হাত পা বেঁধে লুঠ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘটনার খবর কাওকে না বলার জন্য অভিযুক্তেরা শাসিয়ে যায় বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে রানিকুঠি এলাকার অশ্বিনীনগরে ৮৭ বছরের এক বৃদ্ধের বাড়ি হামলা করে ডাকাতের দল। সেই সময় তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে তিনি দেখেন, তাঁর ঘরের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় দু"জন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপর তাঁর হাত পা বেঁধে ফেলা হয়। ওই বৃদ্ধর কাছ থেকে আলমারির চাবি কেড়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর আলমারি খুলে ৫ লক্ষ টাকার গয়না, ২৫ হাজার টাকা নগদ ও ৩টি মোবাইল-সহ বেশকিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে লুঠপাট চালানো হয়। ঘটনার সময় বাড়িতে বৃদ্ধ একাই ছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ।

বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মৃত্যু, প্রয়াত মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবাসাহেব

আকোলা (মহারাষ্ট্র), ৫ নভেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বাবাসাহেব ধাবেকারঊ দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর, মঙ্গলবার মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবাসাহেব ধাবেকারঊ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছরঊ মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবাসাহেব ধাবেকার-এর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রবীন্দ্র সরোবরের মাছের মৃত্যু সাধারণ ঘটনা, মেয়রের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ পরিবেশবিদ

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.): রবীন্দ্র সরোবরের মাছের মৃত্যু সাধারণ ঘটনাঊ অত লক্ষ লক্ষ মাছের মধ্যে একটা দুটো মাছ মরতেই পারেঊ এর থেকে প্রমান হয় না যে সেই মাছ দূষণের কারণে মারা গেছেঊ মঙ্গলবার এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ

এদিন মেয়র বলেন, "কালীঘাট শশ্মানে তো রোজ শয়ে শয়ে মানুষের মৃত দেহ আসে তাই বলে কি সেই সব মানুষরা দূষণের জন্য মারা গেছেন? তেমনই মাছ তো রোজই মারা যায়, ছট পুজোর পরে মৃত মাছ ভেসে উঠেছে বলে এটাকে বেশি বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছেঊ" 'হিন্দুস্থান সমাচার'-র কাছে মেয়রের এই কথার তীব্র নিন্দা করেছেন পরিবেশবিদ তথা লেক লাভার্স কমিটির সদস্য সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ তাঁর মতে, "নিজেদের দোষ ঢাকতেই এসব বলছে রাজ্য সরকারঊ" এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক বলেই মন্তব্য করলেন তিনিঊ

সুমিতা দেবী প্রশ্ন তুলে বলে, "রাজ্য সরকার তবে কি বলতে চাইছে ছট পুজোর জন্য কোনও দূষণ হয়নি?" তিনি আরও জানান, "আজকে রাজহাঁসগুলো সব জলের উপরে উঠে এসে দুর্বা ঘাস খাচ্ছিলঊ তাঁরা নোংরাজলে থাকতে পারে না বলে উঠে ডাঙায় চলে এসেছেঊ আজ একটা টিয়া পাখি মারা গেছেঊ" কেএমডিএ-র তরফে মুচলেকা ও পরিবেশ আদালতের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও কিভাবে রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজো হলো সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এই পরিবেশবিদঊ পাশাপাশি এই ঘটনার পেছনে তিনি শাসক দলের মদতকেই দায়ী করেছেনঊ

ফিরহাদ হাকিম এদিন জানান, "রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজোর পরের দিনই ততরতার সাথে কলকাতা পুরসভা ওই এলাকা পরিষ্কার করে দিয়েছেঊ" এই প্রসঙ্গে সুমিতা দেবী জানান, "এইসব কথা বলে তাঁরা মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন।

শিক্ষকের

● প্রথম পাতার পর

খেপে লাল হয়ে যান। উন্মত্ত হয়ে একটি লাঠি দিয়ে এই ছোট ছোট ছাত্রীদের বেধড়ক ভাবে মারধর করেন। বিশেষ করে চার ছাত্রীকে বেধড়ক ভাবে মারধর করা হয়। তার মধ্যে দুই ছাত্রির শরীরে দাগ পড়ে যায়। গুরুতর ভাবে আহত ছাত্রীরা বিদ্যালয় ছুটির পর বাড়িতে ফিরে যায়। তখন শরীরে দাগ পড়ে যাওয়া দুই ছাত্রী বাড়িতে গিয়ে কান্না করছি। অভিভাবকরা এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে। তখন তারা কান্না করতে করতে মা-বাবকে ঘটনার কথা খুলে বলে। তখন অভিভাবকরা প্রথমে নিজেদের মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসার পর অভিভাবকরা রামনগর ফাঁড়ি থানায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে গুণধর শিক্ষক রথিন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। এমনটা জানান আহত ছাত্রীদের অভিভাবক।

পাশাপাশি তারা অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।এইদিকে থানায় অভিযোগ জানানোর পর বিদ্যালয়ে ছুটে আসে পুলিশ। ততক্ষণে বিদ্যালয়ের দুপুরের বিভাগের প্রধান শিক্ষকও বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। পুলিশ কর্মীরা ঘটনার বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে অবগত করেন। তখন প্রধান শিক্ষক প্রাত বিভাগের গুণধর শিক্ষক রথিন্দ্র চৌধুরীকে বাড়ি থেকে ডেকে আনেন। এবং ঘটনার বিষয়ে জানতে চান। অভিযুক্ত শিক্ষকও ছাত্রীদের মারধরের কথা প্রধান শিক্ষকের নিকট স্বীকার করেন।

তিনি জানান প্রাথমিক ভাবে আহত ছাত্রীদের চিকিৎসার ব্যয় ভার বহন করবে বিদ্যালয়। পরে কথা বলা হবে আহত ছাত্রীদের অভিভাবক ও অভিযুক্ত শিক্ষকের সাথে। তবে এখনই তিনি অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের রাস্তায় যেতে নারাজ। তিনি জানান প্রাথমিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের পর অভিযুক্ত শিক্ষককে শোকজ করা হবে।বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের বেধড়ক ভাবে মারধরের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দার ঝড় উঠেছে। দাবি উঠেছে অভিযুক্ত গুণধর শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের।

রবিকুমার কাতুলু

আটের পাতার পর

৩১ বছরের রবিকুমার ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন ৬৯ কেজি বিভাগে। এরপর ২০১৪ সালে ৭৭ কেজি বিভাগে তিনি রুপোর পদক জেতেন। তাঁকে চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। তাঁর শরীরে ওস্টারিন মিলেছে। ওই ওস্টারিং পেশিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কোনও অ্যাথলিটের এটি গ্রহণ করার অনুমতি নেই। খোলা বাজারে সেভাবে পাওয়া না গেলেও কালো বাজারে পাওয়া যায়। রবিকুমারের সাজাপ্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন নাডার ডিরেক্টর জেনারেল নবীন আগরওয়াল। রবিকুমারের ডোপিংয়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া নিঃসন্দেহে ভারতীয় ভারোত্তোলনের দুনিয়ায় বড় আঘাত।

আসা শমিকদের

আটের পাতার পর

জেলার হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সাবেরুল ইসলাম, সোয়েল রানা, মেহেফুজ আলি, জাহাঙ্গির আলম, রুবেল রানা ও ইসমাইল হুসেন। একটি প্লাইউডের কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তাঁরা । কয়েকদিন আগেই জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গেছে উপত্যকায় থাকা বাংলার পাঁচ শ্রমিকের। এই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কাশ্মীরে থাকা ভিনরাজ্যের শ্রমিকরা । আতঙ্ক ছড়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকের শ্রমিক পরিবার গুলোর মধ্যেও। নিজের বাড়িতে ফিরে এসেও হেমতাবাদের চৈনগর গ্রামের যুবক সাবেরুল ইসলামের চোখে মুখে এখনও রয়ে গেছে সেই আতঙ্কের ছাপ।

ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত

পাচের পাতার পর

প্লাস্টিকের একক ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান সফল ভাবে পালন করার ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে দেহরাদুন। প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে উত্তরাখনণ্ডের ইতিবাচক উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্লাস্টিক মুক্ত, স্বচ্ছ সুন্দর এবং সুন্দর দুন কর্মসূচিতে সাড়া মিলছে বেশ। দেহরাদুনকে প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ রাজ্য সরকার। প্লাস্টিকের ব্যবহার অসামাজিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবজীবন এবং জীবজগতের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে প্লাস্টিক।

মমতা

পাচের পাতার পর

বেতন দীর্ঘদিনের দাবি কলেজ শিক্ষকদের। এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে। কলেজ শিক্ষকদের দাবি ছিল, ২০১৬ সাল থেকেই কার্যকর হোক ইউজিসি হারে বেতন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও যতটা সম্ভব তিনি করছেন।

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ সেই সভায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'বেশি কিছু চাইবেন না। ধরে নিন একটা ছোট উপহার। কেন্দ্রের সমান বেতন দাবি করছেন কেউ কেউ। কিন্তু তা তো হতে পারবে না ঊ আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকুই করছি ঊ এমন কিছু বলব না যেটা করতে পারব না ঊ ঘোষণা করে ঘরে ঢুকে যাব, তেমন কাজ আমি করি না ঊ এবার থেকে ইউজিসি-র নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পাবেন অধ্যাপকর ঊ ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে এই প্রক্রিয়া ঊ যাঁরা অতিথি শিক্ষক, চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক অর্থাৎ স্টেট এইডেড কলেজ টিচার তাঁদের বলা হয়েছিল টাকা বাড়ার কথা ঊ তাঁদের মাইনেও আরও পাঁচ হাজার করে বাড়ল ঊ তবে এতে অনেক টাকা লাগবে আমার ঊ আমি এইটুকু করতে পেরেছি'

চিত্তরঞ্জন দাশের জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার আর্জি রাজ্যপালের

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.): চিত্তরঞ্জন দাশের জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের ধারণাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরঊ তিনি ও তাঁর স্ত্রী মঙ্গলবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কলকাতা ময়দানে আকাশবাণী ভবনের পাশে আজ তাঁর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়ঊ

১৯২০ সালে 'মিউনিশনস বোর্ড' মামলায় ব্রিটিশ শাসক শ্বেতাঙ্গ কেঁ সুলির প্রথা ভেঙে, অধিক পারিশ্রমিকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন এক জনপ্রিয় বাঙালি আইনজীবীকে। কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিলেন প্রস্তাব। কারণ তিনি তখন জালিয়ানওয়ালা বাগ কাণ্ডের প্রচণ্ড সমালোচক, অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত। এর পরই ভারতবাসী সেই ব্যারিস্টারকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দেন।

১৮৭০-এর ৫ নভেম্বর প্রখ্যাত অ্যাটর্নি ভুবনমোহন দাশ ও নিস্তারিণী দেবীর পুত্র চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম। ছাত্রাবস্থা থেকেই সুবক্তা। লন্ডনে পড়তে গিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে হলেন প্রবাদপ্রতিম আইনজ্ঞ। বিপ্লবীদের আইনি সহযোগিতা করতেন বিনা খরচে। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সিংহের মতো লড়াই করে শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন ঘোষকে ছাড়িয়ে আনলেন। কবি, নাট্যকর্মী, 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক মানুষটি দুঃস্থদের সহায়তায় ধনসম্পদ, এমনকি নিজের বাড়িটিও বিলিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসের এই নেতা ব্যারিস্টারি ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন চরমপন্থী আন্দোলনে, কারাবন্দি হন, স্বরাজ্য দল গড়েন।

পদ্মশ্রী

● প্রথম পাতার পর

টুইট করে বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন রয়েছে, তা বাস্তবায়িত করার কাজ রাজ্যেও চলছে দ্রুত গতিতে। দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যও এই স্বপ্ন পূরণ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, থাঙ্গা ডার্লিং পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর যখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন ঋণগ্রস্থ। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের সদর্থক সাড়া ও সহযোগিতা পেয়ে স্বভাবতই খুশি পদ্মশ্রী থাঙ্গা ডার্লিং। গত বই মেলায় ত্রিপুরা সরকার শ্রীডার্লিংকে অটল বিহারি বাজপেয়ী লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। একটি বিশেষ ধরনের বাঁশি (রসম) বাজিয়ে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করা শ্রীডার্লিং এর এতদিন থাকার সুবন্দোবস্ত পর্যন্ত ছিল না। এখন নতুন পাকা ঘর পেয়ে রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

তৎপরতা

● প্রথম পাতার পর

ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ব্রু ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির বিপিন রিয়াংও আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল। কিন্তু, ওই সচ্ছলতা কিভাবে এসেছে তার জীবনে সেই হিসেব এখনো রহস্যজনক রয়ে গেছে। ওই পুলিশ আধিকারিকের কথায়, বিপিন রিয়াং-এর একটি মাহিন্দ্রা বুলেরো গাড়ি এবং এসবিআই ব্যাংকে তাঁর জমানো প্রচুর টাকা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ব্রু শরণার্থীদের প্রতারণায় এবং টাকা উপার্জনে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের নাম বেআইনিভাবে ব্যবহার করেন।

পুলিশের ওই আধিকারিকের প্রশ্ন, ব্রু নেতারা এত সম্পত্তি এবং অর্থের মালিক কিভাবে হলেন। কারণ, শরণার্থী হিসেবেই তাঁদেরও পরিচিতি রয়েছে। শিবিরে হাজার হাজার ব্রু শরণার্থী খাদ্যের অভাবে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে বলে তাদের দাবি। অবাক করার বিষয় হল, ওই হাজার হাজার শরণার্থীরা বিত্ত-বৈভবে ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারেননি।

১৯৯৭ সালে জাতি দাঙ্গার পরিনাম স্বরূপ মিজোরাম থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ত্রিপুরা ৭টি শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিরিশ সহস্রাধিক ব্রু শরণার্থী। কালের বিবর্তনে বহু অধ্যায়ের রচনা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, শরণার্থীদের ভাগ্য সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করে মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কিন্তু, আবারো সেই প্রক্রিয়া ভেস্তে দিতে ষড়যন্ত্র চলছে।

সম্প্রতি, রেশন সামগ্রী ও নগদ আর্থিক সহায়তা পুনরায় চালু করার দাবিতে দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা এমবিডিপিএফ সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের নেতৃত্বে অবরোধ চলছে। ব্রু নেতাদের কূটচালে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত ২৫ হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতেও শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

বিচার বিভাগীয়

● প্রথম পাতার পর

তিসহাজারি আদালতের পার্কিং এরিয়ায় এক আইনজীবীর গাড়িতে পুলিশের গাড়ির ধাক্কার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হিংসা ছড়িয়ে পড়ে আদালত এবং পার্শবর্তী এলাকায়। কমপক্ষে ২০ জন পুলিশ কর্মী আহত হন আইনজীবীদের হামলায়, এমনটাই পুলিশ কর্মীদের অভিযোগ। উত্তেজিত আইনজীবীরা ভাঙচুর চালান একের পর এক পুলিশের গাড়িতে। আগুন পর্যন্ত ধরিয়ে দেন। আইনজীবীদের পাল্টা অভিযোগ, কয়েকজন পুলিশ কর্মী এক নিরস্ত্র আইনজীবীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, পুলিশের গাড়িতে তুলে ব্যাপক মারধরও করে।

ওই ঘটনার পর থেকেই দিল্লির অন্যান্য আদালতে কর্মবিরতি শুরু করেন আইনজীবীরা। তার পরে, দিল্লির সাকেত এবং করকরডুমা আদালতে আইনজীবীদের হাতে পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। সোমবারই একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বাইকে সওয়ার এক পুলিশ কর্মীকে রাস্তায় আটকাচ্ছেন আইনজীবীরা। তার পরই শুরু হয় এলোপাথাড়ি মারধর। কোনও মতে বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে যান ওই পুলিশ কর্মী। পুলিশের উপর একই রকম হামলার ঘটনা ঘটে করকরডুমা আদালতেও।

দিল্লি পুলিশের নিচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, পর পর উর্দির উপর আক্রমণ নেমে আসার পরও কোনও ব্যবস্থা নেননি দিল্লি পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। অভিযোগ, বাহিনীর সদস্যদের পাশে থাকার পরিবর্তে, নীরব দর্শকই থেকেছে তাঁদের উঁচু তলা।

এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসতে থাকে তিস হাজারি আদালতের একের পর এক ভিডিয়ো ফুটেজ। যেখানে দেখা যাচ্ছে আইনজীবীরা কী ভাবে আদালতের লক আপের মধ্যে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছেন। বাধা দেওয়ায় মাটিতে ফেলে মারা হচ্ছে পুলিশ কর্মীদের। সোশ্যাল মিডিয়ায় পর পর এ ধরনের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরই, সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মী বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের প্রকাশ্যে দোষারোপ করাও শুরু করেন।

প্রতিবাদী পুলিশ কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিকদের অনেকেই। দিল্লির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার নীরজ কুমার টুইট করে বলেন, "বাহিনীর কোনও নেতা নেই। বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে একতা নেই। এক জন সহকর্মী আক্রান্ত হলে বাকিরা তাঁকে বাঁচাতে যাচ্ছেন না।"

ঠিক একই ভাবে দিল্লি পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সমালোচনা শুরু হয় বাহিনীর অন্দরে, সামাজিক মাধ্যমে। পুলিশ কর্মীরা দাবি করেন তলানিতে ঠেকেছে গোটা বাহিনীর মনোবল।

এর পর, মঙ্গলবার পুলিশের বেনজির এই বিক্ষোভে নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও। তড়িঘড়ি সদর দফতরের বাইরে বেরিয়ে আসেন পুলিশ কমিশনার। তিনি বাহিনীর সদস্যদের শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এটা পুলিশের পরীক্ষার সময়।" আশ্বাস দেন, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় দোষীরা শাস্তি পাবেন। সূত্রের খবর, পর পর ওই হামলার ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে।

পুজোর মন্ডপে গিয়ে ফুচকায় মজে সাংসদ, নিজেও খেলেন খাওয়ালেনও

হুগলি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী হুগলীর সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় তার সাংসদ এলাকায় অষ্টমীর সন্ধায় জগদ্ধাত্রী পুজোর মন্ডপগুলি ঘুরে দেখলেন। লোকসভা ভোটে জয়লাভ করার পর এই প্রথম ঠাকুর দেখা।

বাগবাজার মন্ডপে প্রতিমা দর্শন করার পরই তিনি সোজা দাঁড়িয়ে পরলেন একটি ফুচকার স্টলে।

ফুচকা ওয়ালাকে সটাং বললেন ভাই আমাকে ফুচকা দাও। এদিকে সামনেই সাংসদ কে দেখে উচ্ছ্বসিত ফুচকা বিক্রেতাও।গুনে গুনে ১০ টা ফুচকা খেলেন তিনি। রসিকতা করে আরও একটি ফাউও নিয়েছেন, নিজে ফুচকা খাওয়ার পাশাপাশি সামনে থাকা আরও ১৫ জনকে ফুচকা খাওয়ালেন তিনি এবং নিজে

সমস্ত ফুচকার দাম মিটিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্নের উত্তরে খানিকটা নস্টালজিয়া হয়ে তিনি বলেই ফেললেন ছোটবেলায় এই ভাবে ফুচকা খেয়েছি সেই দিনগুলোর কথা মনে পরে গেলো। পুজো দেখা প্রশঙ্গে তিনি বলেন মায়ের কাছে পুজো দিলাম, খুবই ভাল লাগছে।

ঝাড়গ্রামে নয়নজুলি থেকে প্রায় সাড়ে ১০ ফুট লম্বা পাইথন উদ্ধার

ঝাড়্গাম, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : রাস্তার পাশে নয়নজুলি থেকে প্রায় সাড়ে ১০ ফুট লম্বা একটি পাইথন উদ্ধার করল বনদফতর।মঙ্গলবার সকালে ঝাড়্গাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের পাথরা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতাপপুর গ্রামের রাস্তার পাশে নয়নজুলি থেকে পূর্ণ বয়স্ক পাইথনটিকে উদ্ধার করা হয়।

বনদফতর ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে স্থানীয় মানুষজনেরা রাস্তায় যাতায়াত করার সময় পাইথনটিকে দেখতে পান। এরপর গ্রামে খবর পৌছানো মাত্র পাশাপাশি গ্রামের মানুষজনেরা পাইথনটিকে দেখতে ভিড় জমান। পরে বন পরে বনদফতরের আধিকারিকদের খবর দেওয়া হলে বন কর্মীরা এসে পাইথনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু মাহাত বলেন, ' রাস্তা পাশ থেকে একটি পূর্ণ বয়স্ক উদ্ধার করেছে বনদফতর।

'অসুর' নিধন যজ্ঞ শেষ, এবার মুক্তির অপেক্ষায়

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.): শরতে অসুর নিধনের এবার শীতে আরও একবার হবে অসুর নিধন ঊ আর সেটা হবে পাভেল পরিচালিত নতুন ছবি 'অসুর'-এর মাধ্যমে ঊ অবশেষে শেষ হল 'অসুর' ছবির শুটিংঊএখন দিন গোনা 'অসুর' ছবি মুক্তির ঊ

তবে শুটিং শেষে মন ভারাক্রান্ত ছবির কলাকুশলীদের ঊ শুটিং শেষে পরিচালক পাভেল বলেন , 'অসুর নিধন যজ্ঞ শেষ ঊ একে বড় শিডিউল তারওপরে তারকাদের ডেট পাওয়া, সব মিলিয়ে ভালয় ভালয় মিটল কাজ। এবার পোস্ট প্রোডাকশনের পালা' ঊ

এবার শরতে নয় শীতে অসুর নিধনে আগমন ঘটবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্গারঊ আর সেই দুর্গা রূপে পাভেল পরিচালিত 'অসুর'ছবিতে ধরা দেবেন তারকা সাংসদ নুসরতঊ ছবির গল্প তিনজন বন্ধুকে কেন্দ্র করে ঊ তিন বন্ধুর প্রেম-ভালবাসার কাহিনি ফুটে উঠবে ছবিতে ঊ তবে তাঁদের সম্পর্কের নেপথ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাঁদের শিল্পকলাঊ ছবিতে নুসরতের বিপরীতে দেখা যাবে আবীর চট্টোপাধ্যায় ও জিৎকেঊ কিগন, বোধি এবং অদিতি তিন বন্ধুকে নিয়ে এগোবে ছবির গল্প ঊ কিগনের চরিত্রে রয়েছেন জিৎ,মূলত ছবিতে কিগনই মানুষ রুপি 'অসুর'ঊ বোধির চরিত্রে আবির চট্টোপাধ্যায় এবং অদিতির চরিত্রে নুসরত ঊ সব ঠিক থাকলে ছবিটি মুক্তি পাবে চলতি বছর ডিসেম্বরেঊ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট পেশ দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : তিস হাজারি আদালত চত্বরে পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট জমা দিল দিল্লি পুলিশ। শনিবার তিস হাজারি আদালত চত্বরে পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধে ২১জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। পাশাপাশি গুরুতর জখম ৮ আইনজীবী। পাশাপাশি পোড়ানো হয় ১৪ মোটর বাইক, একটি পুলিশের গাড়ি, আটটি প্রিজন ভ্যান। মঙ্গলবার তিস হাজারি কাণ্ডের প্রতিবাদে ধরণায় বসেন পুলিশকর্মীরা। হাতে পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে পুলিশকর্মীরা। বিক্ষোভরত পুলিশকর্মীদের উদ্দেশ্য করে পুলিশ কমিশনার অমূল্যয় পট্টনায়ক জানিয়েছেন, প্রত্যাশার মুহূর্ত এটি। নিষ্ঠাবান বাহিনীর মতো আচরণ করবে পুলিশকর্মীরা বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি শান্তি বজায় রাখারও আহ্বান করেছেন তিনি।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

নদীর তীরে মৃতদেহটি প্রথম দেখতে পায় স্থানীরা। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ ও এনডিআরএফ এর টিম। পরে গোমতী নদীর জল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে দিলীপ সাহা কেন গোমতী জলের নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, এই নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

নাগরিকত্ব

● প্রথম পাতার পর

নিয়েও বিজেপিকে সমালোচনায় বিঁধেছেন তিনি। তাঁর কথায়, এনআরসি চালু করা হয়েছিল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার লক্ষ্যে। কিন্তু, এখন ওই এনআরসি মানুষের মধ্যে বিভাজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর কথায়, এনআরসি চালু করার আগে যথেষ্ট পরিমানে হোম ওয়ার্ক করে উচিত ছিল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এনআরসি চালু হলে তবেই আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সহজে এড়ানো সম্ভব হত। তাঁর সাফ কথা, নীতিগতভাবে এনআরসি নিয়ে কংগ্রেসের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভারতের বিভাজনে তা ব্যবহৃত হলে তাতে আপত্তি থাকবে কংগ্রেসের।

এদিন তিনি বলেন, সংসদে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস করানো তাঁদের পক্ষে খুবই সহজ। তবুও, কংগ্রেস সংসদে ওই বিলের তীব্র বিরোধিতা জানাবে। শুধু তাই নয়, ওই বিল আটকানোর জন্য ইতিমধ্যে রূপরেখা তৈরি করা শুরু করেছে কংগ্রেস।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ আহত যুবকের পরিচয় জানতে না পরলেও, পরবর্তী সময় আহত যুবকের পরিচয় জানাযায়। আহত যুবকের নাম বিনয় দাস, বয়স ৩৭ বছর। বাড়ি আগরতলার হাপানিয়া এলাকায়।

জানা যায় বিনয় দাস বাইখোড়া মরনসুর পাড়া শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল। শ্বশুরের নাম জীবন মজুমদার। তবে দিন দুপুরে কিভাবে বিনয় দাসের গলা কাটল? ঠিক কি হয়েছিল বিনয় দাসের সাথে এই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আগরতলাকে

● প্রথম পাতার পর

মানুষ এগিয়ে আসছেন। এমতাবস্থায় যান বাহনের গতি বাড়াতে এবং আধুনিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যেতে নিশ্চই পরিকাঠামো বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আন্তরিক সরকার। ছেদন না করে বিকল্প কোন ব্যবস্থা করলে আখেরে ভবিস্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার উদ্যোগ আরো ত্বরান্বিত হত বলে মত পরিবেশবিদদের।

ক্রীড়াঙ্গন

ধোনির অবসর নির্বাচকদের বিষয়: যুবরাজ সিং

জাতীয় দলে ধোনি নেই বেশ কয়েকমাস হল। একের পর এক সিরিজ শেষ হচ্ছে। তবে ধোনিকে নিয়ে আলোচনার কোনও অন্ত নেই। ধোনির ভবিষ্যত নিয়ে প্রাত্যহিক জল্পনা অব্যাহত। নির্বাচক প্রধান ধোনিকে অতীত হিসেবে দেখতে চান। সামনের তাকানোর বার্তাও দিয়েছেন। তবে ক্রিকেটীয় মহলের ব্যাখ্যা ধোনি নিজের ভবিষ্যত নিয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন।তারপরেই এবার ধোনির অবসর নিয়ে মুখ খুললেন যুবরাজ সিং। ''ধোনির অবসর নিয়ে আমি কিছু জানি না। মহান নির্বাচকদের প্রশ্ন করা উচিত ধোনির অবসরের বিষয়ে। নির্বাচকদের সঙ্গে যখন আপনাদের (সাংবাদিকরা) দেখা হবে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। এটা ওঁদের সিদ্ধান্ত। আমি এই বিষয়ে বলার কেউ নই।''ধোনির অবসরের গুজব ওড়ালেন রোহিতঅবসর নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ওঠার পরেও ধোনি কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। বরং জাতীয় দল থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাননি। আবার ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও তিনি নেই। কেন নেই? বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দল নির্বাচনে ধোনির নাম না থাকার প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক জানিয়ে দিয়েছেন, ''আমরা আমাদের নীতি নিয়ে ভীষণ পরিষ্কার। আমরা ধোনিকে ছাড়াই এগিয়ে যেতে চাইছি।''ধোনির লক্ষ্য বিশ্বকাপ, তবে নির্বাচক প্রধানের মুখে অন্য বার্তাপাশাপাশি নির্বাচকদের একহাত নিয়ে যুবি জানিয়ে দিয়েছেন, আরও ভাল নির্বাচক থাকা উচিত ভারতের। তিনি বলছেন, ''নির্বাচন খুব কঠিন একটা কাজ। তবে আধুনিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ভারতীয় নির্বাচকদের কাজকর্ম মোটেই আশাপ্রদ নয়।

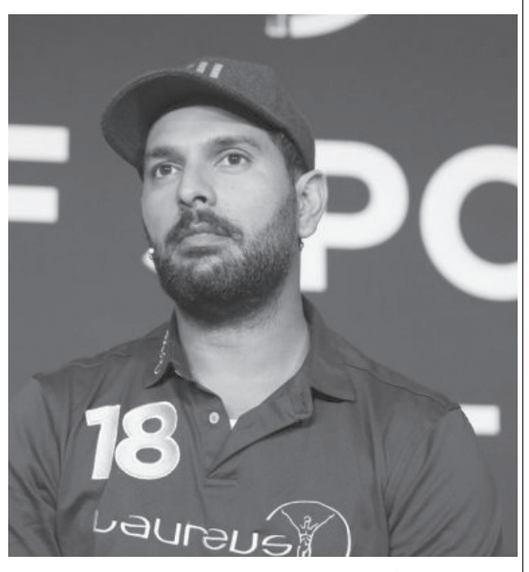

সবসময়ে আমার মত হল, নির্বাচকদের উচিত ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ানো। এবং ক্রিকেটারদের সম্পর্কে সদ্বর্থক বার্তা পোষন করা। নেতিবাচক কথাবার্তা সবসময়ে খারাপ প্রভাব ফেলে দলের উপরে।''এরপরেই বিশ্বকাপজয়ী তারকা বাঁ হাতি সাফ জানিয়েছেন, ''খারাপ সময়েই চারিত্রিক কাঠিন্য প্রকাশ পায়। কঠিন সময়ে সকলেই খারাপ কথাবার্তা বলবেন। আমাদের আরও নির্বাচকদের প্যানেল থাকা উচিত।''আগামী বছরেই কুড়ি কুড়ির বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সুপারস্টার ক্রিকেটার বলছেন, ''পরের বছরের বিশ্বকাপের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হোক। টুর্নামেন্টের চার মাস আগেই ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। ২০ জনের ক্রিকেটারের পুল থেকে ১৬ জনকে বাছতে হবে। যখন ঠিকমতো ক্রিকেটারদের নির্বাচন না করা হয়, এবং বিশ্বকাপের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ চলে, তাহলে সমস্যা হতে পারে। কারণ বিশ্বকাপ একটা সিরিয়াস টুর্নামেন্ট।''

ভারতীয় বোর্ডের কাছে প্রস্তাব গোলাপি বলে টেস্ট ম্যাচের

নজরবন্দি ব্যুরোঃ একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বোর্ডের চিফ এগজিকিউটিউভ অফিসার কেভিন রবার্টর্স ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দিতে চলেছে। ২২ নভেম্বর কলকাতার ইডেন গার্ডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাটের ভারত গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্ট খেলতে নামছে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে বাংলা দৈনিকে ইমেলে উত্তর দিয়ে কেভিন রবার্টর্স জানিয়েছেন, ''আমরা দারুণ খুশি হয়েছি শুনে যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি দিনরাতের টেস্ট খেলতে চলেছে ভারত। আমরাও ওদের সঙ্গে দিনরাতের টেস্ট খেলার ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'' এক বছর আগের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় ভারতীয় বোর্ডকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অ্যাডিলেডে দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য। কিন্তু ভারত দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেছিল। আগামি বছরের শেষের দিকে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর রয়েছে। এই সফরের আগেই অজি ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ নিয়ে কথা সেরে ফেলতে চায়। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট কোহলিদের চারটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হবে।অজি ক্রিকেট বোর্ড চাইছে একটি টেস্ট ম্যাচ দিন রাতের করাতে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বোর্ড প্রেসিডেন্ট হতেই ভারত দেশের মাটিতে টাইগার্সদের বিরুদ্ধে দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলতে চলেছে। স্বভাবতই অন্যন্যা ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের বোর্ডসংস্থাও ভারতের সঙ্গে দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলতে এতে উতসাহিত হবে। অজি ক্রিকেটের অধিকর্তা কেভিন রবার্টর্স জানিয়েছেন, ''ভারত-বাংলাদেশ দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর আমরা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ২০২০-২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় দিনরাতের টেস্ট আয়োজন করার ব্যাপারে কথা বলতে চাই।''

ঋষভের ব্যর্থতার কারণে দলে ফিরবেন কী ধোনি?

কোহলির আস্থার মান রাখতে না পারায় ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে বাদ পড়েছিলেন। এরপর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ডিআরএস নেওয়ায় ভুল করে দলকে সমস্যায় ফেলেছেন ঋষভ পন্থ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভারতীয় ক্রিকেটারকে নিয়ে চূড়ান্ত ট্রোলিং শুরু। এরপরই জোর চর্চা, সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিশ্বকাপের একবছরও আর বাকি নেই, পন্থ না পারলে তবে কি ধোনিকে ফিরিয়ে আনবেন কোহলি!বোর্ডের একটি সূত্র অবশ্য মনে করছে, দীর্ঘদিন ক্রিকেটের মধ্যে নেই মাহি। শেষ জুলাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছেন ধোনি। এরপর ব্যাট বা দস্তানা হাতে ক্রিজে নামেননি। সেকারণেই দেশের জার্সিতে ক্রিকেটে ফিরতে গেলে অন্তত ঘরোয়া ক্রিকেটে কোনও এক ফর্ম্যাট খেলে প্রত্যবর্তন করতে হবে। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেললে নির্বাচকরা ধোনিকে সুযোগ দেবেন না।অন্যদিকে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ধোনির মতো ক্রিকেটাররা ফুরোয় না। মাহির বিদায়বেলাটা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেটাই বার্তা ছিল সৌরভের। বোর্ডের নির্বাচকরা আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে তারা এখন সামনের দিকে তাকাতে চাইছেন। যেকারণে পন্থকেই ভারতীয় ক্রিকেটে সীমিত ওভারে আগামী দিনের ভবিষ্যত হিসেবে দেখা যাবে। পন্থের বর্থতার পর ধোনি আদৌ ক্রিকেটে ফিরবেন নাকি তিনি অবসর নিয়ে নেবেন সেই নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত।

১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় হবে আইপিএল-র নিলাম!

দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক দিন-রাতের টেস্টের পর ২০২০ সালের আইপিএল-র নিলাম হতে চলেছে বিসিসিআই সভাপতি তথা দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শহর কলকাতায়। শহরের কোনও পাঁচ তারা হোটেলে ১৯ ডিসেম্বর এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।মুম্বইয়ে বৈঠকমঙ্গলবার মুম্বইয়ে বৈঠক সারে আইপিএল-র গভর্নিং কাউন্সিল। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকেই ঠিক হয় যে ১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় হবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নিলাম। যদিও এ ব্যাপারে আইপিএল কমিটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি।আইপিএল-র ১৩তম সংস্করণ২০০৭ থেকে শুরু হওয়া আইপিএল ২০২০ সালে ১৩তম বছরে পড়বে। পরিচিত আটটি ফ্রাঞ্চাইজিই নিলামে অংশ নেবে বলে বিসিসিআই সূত্রে খবর। নিলামের সর্বাধিক আর্থিক সীমা ৮৫ কোটি পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের থেকে যা তিন কোটি বেশি।ট্রেডিং উইন্ডোসূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আইপিএলের ট্রেডিং উইন্ডো খোলা রয়েছে এখনও। আগামী ১৪ নভেম্বর সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। তারপরেই ২০২০ আইপিএলের মিনি অকশান বা নিলাম অনুষ্ঠিত হবে বলে খবর। গত আইপিএল-এ খরচ না হওয়া তহবিল এবারের নিলামে ব্যবহার করতে পারবে ফ্রাঞ্চাইজিগুলি।

ডেভিস কাপের ম্যাচ ফসকালো পাকিস্তান, ভারতের দাবি মেনে সরছে ভেন্যু

এশিয়া ওশিয়ানিয়া গ্রুপের ভারত পাকিস্তান ডেভিস কাপের ম্যাচ ইসলামাবাদ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল অন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থা। ভারত পাকিস্তান ডেভিস কাপের ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। তবে এই নিরপেক্ষ ভেনু বেছে নিতে পারবে পাকিস্তান টেনিস ফেডারেশন। নিজেদের সিদ্ধান্তে এমনটাই জানিয়েছে আইটিএফ। আগামী পাঁচটি কাজের দিনের মধ্যে পাকিস্তানকে জানাতে হবে কোথায় তারা এই ম্যাচ খেলতে চায়। নভেম্বর মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখ ইসলামাবাদে হওয়ার কথা ছিল ভারত পাকিস্তান টাই। আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থার এই সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আবার মুখ পুড়ল পাকিস্তানের।প্রথমে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল সেপ্টেম্বরে। কিন্তু সেটা পিছিয়ে আসে নভেম্বরের শেষে সপ্তাহে। এরপরই নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তান যেতে না চেয়ে ভারতীয় টেনিস অ্যাসোশিয়েসনকে চিঠি দেন খেলোয়াড়রা। মহেশ ভুপতিরা জানান, পাকিস্তানে খেলা হলে তাঁরা যাবেন না।

সেই চিঠির কথা উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করে ভারতীয় টেনিস সংস্থা। ভারতের আবেদন পাওয়ার পর একটি নিরপেক্ষ বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্ষতিয়ে দেখে আইটিএফ। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই আইটিএফ ম্যাচ সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থা জানিয়েছে, ''আইটিএফ এবং ডেভিস কাপ কতৃপক্ষের সবার প্রথম কাজ খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর সেই ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।পাকিস্তান যেতে না চেয়ে মহেশদের চিঠি পাওয়ার পর, ভারতীয় টেনিস সংস্থা যেমন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করে, তেমনই প্ল্যান ''বি'' হিসেবে লিয়েন্ডারকে সামনে রেখে দ্বিতীয় একটি দল তৈরি করে রেখেছিলেন হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়রা। দ্বিতীয় দলটির জন্য ভিসার আবেদনেও করে রেখেছিল এআইটিএ। কিন্তু এবার সেসব কিছু করতে হবে না। তবে লিয়েন্ডার দলে থাকবেন কি না সেটা ঠিক করতে এখন কিছুটা হলেও চাপে পরতে হবে ভারতকে। কিন্তু আপাতত পাকিস্তান থেকে ভারতের দাবি মত ভারতীয় দলের ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ারে যে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা নিয়েছে তাতে খুশি ভারতীয় টেনিস সংস্থা।

দিল্লি দূষণ: মোদীর কাছে আর্জি হরভজনের

দিল্লি দূষণ। কেন্দ্রীয় ও দিল্লি শাসক দলের কাছে সম্প্রতি আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা দেশেই দিল্লি দূষণ নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও দিল্লিতে ভয়াবহ দূষণ। সেই দূষণের রাজধানী শহরের বাসিন্দাদের ত্রাহি ত্রাহি রব। ভারত-বাংলাদেশের প্রথম টি২০ ম্যাচ আয়োজন করা নিয়েও একপ্রস্থ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বিসিসিআইকে।এর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানালেন স্বয়ং হরভজন সিং। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে নিজের একটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। ২ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে সরাসরি দূষণ নিয়ে নিজের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন টার্বুনেটর। সেই ভিডিওতে ভাজ্জিকে বলতে শোনা গিয়েছে, ''উত্তর ভারতের দূষণ নিয়ে কথা বলতে চাই। আমরা প্রত্যেকেই এমনকি আমিও এই দূষণের জন্য দায়ী। গাড়ি চালাই, জ্বালানি পুড়িয়ে পরিবেশের ক্ষতি করি আমরা। শেষ কয়েকবছরে আমরা বুঝতে পেরেছি খড় জ্বালালেও ব্যাপক দূষণ ঘটে।''জম্মু কাশ্মীরে জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলী পালন মোদীরর পাশাপাশি জাতীয় দলের একসময়ের প্রধান অস্ত্র বলেছেন,

''শিশু এমনকি গোটা এলাকায় যারা থাকেন প্রতেকের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এই দূষণ। এমনকি এটাও জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনের গড় আয়ু আরও ১০ বছর কমে যেতে পারে।''এরপরে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আর্জি জানিয়ে হরভজন বলছেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দিল্লি, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে নিবেদন জানাচ্ছি। প্রত্যেকের এমনকি চাষীদের কথা মাথায় রেখে প্রত্যেক নেতাদের উচিত নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে এই বিষয়ের সমাধান করা।''এবার রংপোলি পর্দায় হরভজন সিং ও ইরফান পাঠানসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদী আপনার কাছে আমার আর্জি কীভাবে ভারতকে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলা যায় এবং স্বাস্থ্যকরভাবে জীবনধারণ করা যায়, সেই বিষয়ে আপনি আমাদের পথ দেখান। পরিবেশ পরিষ্কার করে তোলার জন্য প্রতেকেই আমরা অবদান রাখতে চাই।''গত সপ্তাহেই দিল্লির এনপিআর (ন্যাশানাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন)-এ বায়ু দূষণের পরিমাপকে মারাত্মক ক্যাটিগরিতে রাখা হয়েছিল। সেই সময়ে দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় সূচকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৯৯৯-এ।

অলিম্পিক নিশ্চিত করলেন ভারতীয় শ্যুটার

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিজের ও দেশের জন্য ২০২০ টোকিও অলিম্পকে কোটা নিশ্চিত করলেন ভারতীয় শ্যুটার দীপক কুমার। কাতারের দোহায় হওয়া টুর্নামেন্টের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগের ফাইনালে ২২৭.৮ স্কোর করে তৃতীয় হন দীপক।২০১৮ সালে শ্যুটিং বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন দীপক। ৬২৬.৮ পয়েন্ট অর্জন করে টুর্নামেন্টে তৃতীয় হয়েছিলেন এই ভারতীয় শ্যুটার। যদিও সেসময় ২০২০ টোকিও অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন দীপক কুমার। সেই লক্ষ্য পূরণে কাতারের দোহায় হওয়ার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছিলেন ভারতীয় শ্যুটার। অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করা সবচেয়ে অভিজ্ঞ তিন ভারতীয় শ্যুটারের মধ্যে দীপক অন্যতম বলে জানানো হয়েছে। গত এপ্রিলে একই ইভেন্টে অলিম্পিক শ্যুটিং-এ ভারতের জন্য কোটা নিশ্চিত করেছিলেন দিব্যাংশ সিং পানওয়ার।দীপক কুমারকে নিয়ে ২০২০ টোকিও অলিম্পিকের জন্য ১০টি কোটা নিশ্চিত হয়েছে ভারতের। অলিম্পিক শ্যুটিং-এ ২৫টি কোটা নিশ্চিত করে এ ব্যাপারে প্রথম স্থানে রয়েছে চিন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কোরিয়া ও আয়োজক জাপান অলিম্পিকে ১২টি করে শ্যুটিং কোটা নিশ্চিত করেছে।

ঐতিহাসিক ইডেন টেস্টে অতিথি হিসেবে থাকতে পারেন এম এস

নজরবন্দি ব্যুরোঃ বিশ্বকাপের পর থেকেই ক্রিকেট থেকে বাইরে রয়েছেন এম এস ধোনি। কবে তিনি আবার মাঠে ফিরবেন তা নিয়ে দেশ জুড়ে জল্পনার শেষ নেই। বিশ্বকাপের পর তিনি ভারতীও সেনাতে যোগদান করেছিলেন সেখান থেকে ফিরে আর ক্রিকেট মাঠ মুখো হননি। সৌরভ প্রেসিডেন্ট হবার পর বিরাট ও তাঁর মধ্যে ধোনিকে নিয়ে কথা হলেও তিনি ঠিক কি করতে চলেছেন তা পরিষ্কার হয়নি এখনও।আর এরই মধ্যে খবর ইডেনে আগামী ২২ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে দিন-রাতের টেস্ট। ওই টেস্টে আমন্ত্রিতদের তালিকায় থাকতে পারেন মহেন্দ্র সিং ধোনিও। ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে ধোনিকে।ধোনিকে টেস্টের প্রথম দু''দিন ইডেনে দেখা যেতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এমনটা হলে এই প্রথমবার ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যাবে ক্যাপ্টেন কুলকে।

রামধনুর মতোই রঙিন বিরাট কোহলির প্রেম জীবন

রামধনুর মতোই রঙিন বিরাট কোহলির প্রেম জীবন। আনুশকা শর্মার আগে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তার নাম জড়িয়েছে। দক্ষিণী নায়িকা সাক্ষী আগারওয়াল নাকি বিরাট কোহলির বিশেষ বান্ধবী ছিলেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ২০০৭ সালে মিস ইন্ডিয়া হয়েছিলেন সারা জেন ডায়াস। বিরাটের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ছড়াতে সময় লাগেনি। কিন্তু যত দ্রুত গুঞ্জন ছড়ায়, তার থেকেও তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় সেই সম্পর্ক।ব্রাজিলিয়ান মডেল ইসাবেল লেইত অভিনয় করেছেন বলিউডেও। ''তালাশ'', ''সিক্সটিন'', ''পুরানি জিন্স''-এর মতো ছবিতে তাকে দেখা গেছে। একটি সাক্ষাতকারে তিনি জানান, বিরাট কোহলির সঙ্গে প্রায় দু''বছর তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পরে দু''জনেই সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। বলিউডে পরিচিত মুখ তামন্না ভাটিয়ার সঙ্গে বিরাট কোহলির আলাপ হয়েছিল বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে। শোনা যায়, তারা দু''জনে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কও টেকেনি।২০১৩ সালে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে আনুশকা শর্মার সঙ্গে আলাপ বিরাট কোহলির। এরপর বিভিন্ন জায়গায় দু''জনকে একসঙ্গে দেখা যায়।

কিন্তু তারা প্রকাশ্যে ''শুধুই ভাল বন্ধু''-র পরিচয় বজায় রেখেছিলেন বহু দিন। নানান ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে তাদের সম্পর্ক। ২০১৬ সালে, বিরাট আনুশকার প্রেম ভেঙে গিয়েছে, এ রকম গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সে বছরের শেষের দিকে যুবরাজ-হ্যাজেলের বিয়েতে তাদের যুগল-উপস্থিতি ভেঙে দেয় বিচ্ছেদের সব গুঞ্জন। এরপর ২০১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ইতালিতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন বিরুষ্কা।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotations are hereby invited from the interested, reputed and experienced coaching institutions located at Agartala for imparting coaching to SC students who are interested to appear in **Type & Short Hand** during the year 2019-2020.

Eligibility criteria of institutions along with other terms and conditions are available in the website www.scw.tripura.gov.in

Last date for submission of Notice. Inviting Tender (NIT) is 11th **November, 2019 up to 4.00 P.M** (on all working days) in the tender box put for the purpose in the office of the Director for Welfare of Scheduled Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala and NIT will be opened on the same day, that is on **11th November, 2019 at 4.00 P.M,** if possible. No NIT will be entertained after the stipulated date and time.

The interested institutions may submit their tender along with information as described & sought in the advertisement either in person or by post addressed to the **Director, Directorate of Welfare for Schedule Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura-799006.** The decision of the Scheduled Caste Welfare Department, Govt. of Tripura shall be final and binding in this regard. For details communication may be made through E-mail ID: **dir.scwtrr&gov.in / directorscw@gmail.com** and Tel.Ph.No. (0381)-232-3363/232-4134.

S/d-illegible
(Santosh Das)
Director for Welfare of SCs
Government of Tripura.

ICA/C-1534/2019

Short Notice Inviting Tender (NIT)

Short NIT No.5(9) TGP/Damper Roller/2019 Dt.1.11.2019

Bids are invited from bona fide & resourceful registered firms / companies /suppliers for supply of 1(one) Damper Roller Washing Machine. **Pre-Bid meeting**on **8.11.2019 at 12:00 hrs.** Bid submission last date **20.11.2019 upto 6 p.m.** Details on website https://tripuratenders.gov.in.

(Dulal Ch. Das)
Director,
G.A (Printing & Stationery)
Department

ICA/C-1539/2019

IMPORTANT NOTICE REGARDING SWABALAMBAN SCHEME

It is for information of all concerned that from 1st November, 2019, all applicants will be required to apply mandatorily on-line for financial assistance as per provisions of the Revised Guideline of the Scheme approved by the Government of Tripura. The following important points may be noted.

1.The applicants can apply online in the e-district portal (https://edistrict.tripura.gov.in)

2.Before application the applicants will be required to register themselves in the edistrict portal if not already registered.

3.After registration the applicant has to login in the edistrict portal using the user id (e-mail id) and password.

4.The applicant, after login, has to apply for the service "Financial Assistance under Swabalamban"

N.B:

a)Before starting to fill in the application, the applicant should have. scanned copy of Aadhaar Card , Project RepOrt, Age Proof, Pan Card (each document size less than 100 KB) and Photo (more than 20 KB but less than 250 KB).

b)The applicant's Aadhaar Number must be linked with his/her mobile number for Aadhaar OTP verification.

c)Applications may be also submitted with assistance of Common Service Centre (CSC). The list of CSC may be seen at http://www.apnacsconline.in/csc-locator.

From 1st November, 2019 no manual application will be accepted.

(Kiran Gitte, IAS)
Director
Industries & Commerce
Govt. of Tripura.

ICA/D-1201/2019-20

No.F.16 (1)/BDO/JLB/STATIONARY/2014-15/1780 Dated, 29/10/2019.

NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned invites sealed short notice inviting Quotation of rate in plain paper from the interested bidders having all relevant documents for procurement of **GCI Sheet** under the jurisdiction of Jolaibari RD Block for the work construction of Dinning Hail at Nagendra Nair ma Para 3B School under Latulatilla GP from 31/10/2019 to 08/11/2019 (office date and hour only) as per following terms & condition of SNIQ.

The copy of the SNIQ may be inspected from The undersigned up to 12 PM of 08/11/2019. The interested Tenderer/bidders should quote the rate as per prescribed format of short notice inviting quotation which is given below.

Single bid has to **be** submitted in single sealed envelope. Single bid sealed envelope must be addressed to the Block Development officer Jolaibari RD Block (s)Tripura indicating the SNIQ number, Name of item, bidder Name and address on the envelope . Interested bidders or their representative may remain present during opening of the quotation. The notice is only to provide most preliminary information to the interested bidders.

1.**Last Date& Time of Dropping of quotation up to 3 PM of 08/11/2019.**
2.Probable Date &time of Opening of quotation at 3 PM of 09/11/2019.

The tendering authority reserves the right to accept or reject any quotation or all

Sl No.	SNIQ	Name of area for which quotation is invited	Name of item	Unit	Tentative Quantity	Eligibility of bidder	Rate	Total Amount
1.	No.F.16(1)/BDO/JLB/STATIONARY/2014-15/1780 Dated, 29/10/2019	Jolaibari RD Block	GCI Sheet (0.63mm)	MT	0.708	Firm/Agency/Contractor having trade licenses. Aadhar Card, PAN card, GST Registration	PS	

Technical measurement of the item is given below:-
For roofing=2x7.000x3.500x1.500=73.50 Sqm GCI Sheet (0,63mm) =0.708

Terms and Condition:-For detail terms &Condition kindly to be visited at office during office hours and in working days .For any query may be contacted in the phone no - 9402377815

1)The DiArict Magistrate &Collector, Belonia, South IripiJra District for kind information lutsc.
2)The Executive Engineer,(RD) Santirbazar for kindinformation please.
3).The Block Development officer, of south Tripura for kind information please.
The Sub Divisional officers RD Santirbazar Sub Division for kind information please.
The ICO, Santirbazarfor kind information with the request for wide publiciti s of the same.

(Dr. Abhijit as)
Block Development officer
Jolaibari RD Block (s) Tripura

ICA/C-1528/2019

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দানে আজ পশ্চিম জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে এন ডি আর এফ, টি এস আর, রেডক্রস, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং অগি নির্বাপক দপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রাক'তিক দুর্যোগ প্রশমনের বিভিন্ন বিষয়ে মহড়া আয়োজিত হয়। দুর্যোগ প্রশমনের মহড়ার উদ্বোধন করেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বা'লের ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার ৫ নং জোনে রয়েছে। এজন্য আমাদের সবসময়ই এই দুর্যোগটির জন্য প্রস্তুত থাকা জরুরি। বাড়িঘর বানানোর সময়ও এই কথাটি মনে রেখেই বাড়ির নির্মাণ কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, সারা বিশ্বেই এখন নানা প্রাক'তিক দুর্যোগ ঘটছে। এজন্য সারা বিশ্বেই এ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সর'ম প্রস্তুত রাখা হচ্ছে এবং দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতামূলক মহড়া ও সেমিনার আয়োজিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মসূচিতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও পিছিয়ে নেই। এ রাজ্যেও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি স্বরূপ আধুনিক সর'ম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, দুর্যোগ যে কোনও সময় আসতে পারে। তাই দুর্যোগ আটকানো না গেলেও দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষের মৃত্য যাতে আটকানো যায় সেই প্রস্তুতি সকলকেই রাখতে হবে। সকলকেই যে কোনও ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক ধারণা অর্জন করে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে। মহড়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এস ডি এম এ-এর এস পি ও ডা. শরৎ কুমার দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সদর ডি সি এম অনিমেষ ধর। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকো ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে শংসাপত্র এবং পুরস্কার তুলে দেন।

চুরি করে গরু নিয়ে যাওয়ার পথে আটক তিন চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। গরু চুরি করে পালানোর সময় মাঝবয়সী যুবককে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন উত্তেজিত জনতা। পুলিশ জানিয়েছে, টাকারজলা থেকে গরু চুরি করে গাড়িতে করে পালানোর সময় তিন গরু চোরকে আটক করা হয়েছে। এদিন বিকেলে চড়িলামের পরিমল চৌমুহনী এলাকায় ওই তিন চোরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, টাকারজলা থেকে গরু চুরি করে মারুতী গাড়িতে ওই গরুর পা বেঁধে তিনজন চোর পালাচ্ছিলেন। ওই সময় টাকারজলা থেকে গরু চুরির বিষয়টি পরিমল চৌমুহনীর স্থানীয় জনগণকে জানানো হয়। সেই মোতাবেক মারুতী গাড়িটি পরিমল চৌমুহনীতে আসতেই স্থানীয় যুবকরা ওই গাড়িটি আটক করেন। গাড়িতে বিশালগড় রঘুনাথপুরে বাসিন্দা রুবেল মিয়া (২১), অফিসটিলার বাসিন্দা অমন দাস (২৪) ও গাড়ি চালক সুরজিৎ দাস (২৩)-কে আটক করেন তারা। তিনজনই গরু চুরির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তাতে উত্তেজিত জনতা তাদের গণধোলাই দিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশ পরিমল চৌমুহনীতে গিয়ে তিন চোরকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে যান। গরুসহ মারুতী গাড়িটিও পুলিশ আটক করেছে। এই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে। তবে, ওই চুরির ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে ধৃত তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এদিকে, আবারো গরু চুরির ঘটনা ঘটলো কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত খাস কল্যাণপুর গ্রামে। গ্রামের বাসিন্দা শ্রীকান্ত দেবনাথ। অভিযোগ সোমবার রাতে চোরের দল শ্রীকান্ত দেবনাথের তিনটি গরু চুরি করে নিয়ে যায়। গরুর মালিক শ্রীকান্ত দেবনাথ জানান তিনি ১০ টি গরু পালন করেন। এই গরু পালন করে তিনি সংসার প্রতিপালন করেন।

প্রতিদিনের ন্যায় সোমবার রাতেও তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় গরু বেধে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান তিনটি গরু নেই। তিনি আরও জানান চুরি যাওয়া গরু তিনটির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা হবে।গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর থানায় একটি মামলা দায়ের কারা হয়েছে। তবে গরুর মালিক শ্রীকান্ত দেবনাথ পুলিশ ভুমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

কাশ্মীর যেতে অনীহা নেই সদ্য ফেরত আসা শমিকদের

রায়গঞ্জ, ৫ নভেম্বর (হি.স.): পরিস্থিতি ভালো হলে আবার কাজে কাশ্মীর যেতে অনীহা নেই সদ্য ফেরত আসা শমিকদের। কেননা, মঙ্গলবার ভোরে নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পেরেও রোজগারের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে তাদের । আর সেই কারণে আবার কাশ্মীর যেতে আপত্তি নেই এই শ্রমিকদের ।

এখন বাড়ির লোকের আপত্তিতে কাশ্মীর না যেতে পারলে যেতে হবে ভিনরাজ্যে। কেননা এরাজ্যে তো কাজ নেই । এখানে দিনমজুরি করে মাসে তিন হাজার টাকাও রোজগার করা দুরূহ ব্যাপার। সংসার চালানো, বোনেদের বিয়ে দেওয়া এসব সামলাতে রোজগার বেশি প্রয়োজনের। তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে যেতে হবে ভিনরাজ্যেই। দু'বছর আগে রুজি রুটির টানে কাশ্মীরের খান্দা এলাকায় একটি প্লাইউডের কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজে গিয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সাবেরুল ইসলাম, সোয়েল রানা, মেহেফুজ আলি, জাহাঙ্গীর আলম, রুবেল রানা ও ইসমাইল হুসেন। উপত্যকায় কদিন আগেই জঙ্গিরা গুলি করে খুন করেছে মুর্শিদাবাদের পাঁচ শ্রমিককে।

এই ঘটনার পর থেকে কাশ্মীরে থাকা ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাহেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকের কাশ্মীরে কাজে যাওয়া শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার। নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে পেরেও হেমতাবাদের চৈনগর গ্রামের যুবক সাবেরুল ইসলামের চোখে মুখে এখনও রয়ে গেছে সেই আতঙ্কের ছাপ। তবে কোলের ছেলে বা প্রিয়জন বাড়ি ফেরাতে স্বস্তি পেয়েছেন তাঁর মা বাবা। বাবা দবিরুদ্দিন জানান, এই রাজ্যের কাজের অভাব। বাধ্য হয়েই সংসারের বোঝা টানতে ছেলেকে পাঠাতে হয়েছিল কাশ্মীরে। প্রাণের ভয়ে ফিরে আসতে হল তাঁকে। তবে তাঁদের রাজ্যে ফেরার ব্যাবস্থা করেছে এই রাজ্য সরকারই। পরিস্থিতি আবার শান্ত হলে কাশ্মীরেই পাঠাতে হবে ছেলেকে। এরাজ্যে শ্রমিক বা দিনমজুরি করে মাসে তিন হাজার টাকার বেশি রোজগার করা যায় না। এদিয়ে কি এতবড় সংসার চালানো সম্ভব। আজ ভোরেই কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেছে সাবেরুল। আতঙ্কের ঘোর তাঁর এখনও কাটেনি। জানাল রুজি রুটির টানে বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছে তাঁকে। এখানে তেমন কোনও কাজ নেই যা দিয়ে মাসে ২০/১৫ হাজার টাকা রোজগার করা যাবে। তাই পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার সে যাবে কাশ্মীর নয়তো অন্য কোনও ভিনরাজ্যে। কেননা এরাজ্যে কাজ কোথায় ? তবে নিজেকে সন্তানকে বাড়িতে ফিরে পেয়ে খুশি সাবেরুলের মা নাসিরুন বেগম। দু''বছর আগে কাশ্মীরের খান্দায় কাজে গিয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুর

ছয়ের পাতায় দেখুন

উৎসাহ উদ্দীপনায় জগদ্ধাত্রী পূজো হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। কথিত রয়েছে মহিষাসুর বধের পর দেবতারা আনন্দ উৎসবে মত্ত ছিলেন। দেবী দুর্গা অসুরকে বধ করেছেন ঠিকই, কিন্তু দেবী তো আসলে দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিরই প্রকাশ। ফলে দেবতারা এমন একটা ভাব করছিলেন, যেন এই কৃতিত্ব তাঁদেরই। দেবতাদের এই মূর্খ আস্ফালন দেখে দেবী অলক্ষে থেকে একটা ঘাসের টুকরো ছুড়ে দেন তাঁদের দিকে।

ইন্দ্র বজ্র নিয়ে এসেও সেই টুকরোকে নষ্ট করতে পারলেন না। বায়ু পারলেন না ওড়াতে। অগ্নি পারলেন না পোড়াতে। বরুণদেবও পারলেন না ভাসিয়ে দিতে। দেবতাদের এই দুরবস্থা দেখে শেষে তাঁদের সামনে আবির্ভূতা হলেন পরমাসুন্দরী চতুর্ভুজা মূর্তি। তিনিই জগদ্ধাত্রী। দেবতারা ফের একবার বুঝলেন, এই দেবীই এই জগতের ধারিণী শক্তি। অন্য একটি মতে, যুদ্ধের সময় মহিষাসুর নানা রূপ ধরে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিল দেবীকে। সেই করতে করতে যেই অসুর হাতির রূপ ধরেছে, দেবী তখন ধারণ করলেন এক চতুর্ভুজা মূর্তির রূপ। চক্র দিয়ে তিনি উড়িয়ে দিলেন হাতির শুঁড়। দেবীর ওই রূপটিই জগদ্ধাত্রীর। জগদ্ধাত্রীর মূর্তি সঙ্গে মহিষাসুর নেই। দেবী উপবিষ্টা। লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ নেই। জয়া-বিজয়া আছে।

পুজোর রীতিও দুর্গাপুজোর মতোই। তবে বোধন হয় না। নবমী তিথিতে একই দিনে দুর্গাপুজোর রীতি মেনেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দেবীর বাহন সিংহের পায়ের কাছে হস্তিমুণ্ড থাকে। সংস্কৃতে হাতির নাম করী, তাই সেই অসুর, যাকে দেবী বধ করেছিলেন, তার নাম করীন্দ্রা সুর।

গোটা রাজ্যের সঙ্গে রাজধানীর প্যালেস কম্পাউন্ড স্থিত শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘে হয় জগদ্ধাত্রী পূজা। মঙ্গলবার ছিল মহানবমী পূজা। কাতকি মাসের শুক্ল পক্ষে এই পুজোর আয়োজন। সমস্ত জগৎ যিনি ধারন করে আছেন তারই নাম জগদ্ধাত্রী। দেবলোক, মর্ত লোকে মায়ের অবস্থান। তাই এই মায়ের পুজো আরাধনায় সকলে ব্রতী হয়েছে। সমস্ত শক্তির উৎস মায়ের আরাধনার মধ্য দিয়েই মানব জগৎ এর কল্যাণ সাধিত হয়। চন্দন নগরে এই পুজো হয় তিন দিন। কিন্তু এই অঞ্চলে এই পুজো হয় এক সাথে তিন বার। এই পুজোর পৌরাণিক ইতিহাস সম্পর্কে জানান শ্রী শ্রী আনন্দময়ী আশ্রমের পুরোহিত। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও ভক্তি ভড়ে চলছে জগদ্ধাত্রী পূজা।

আমতলীতে ছয় লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারো বড়সড় সাফল্য পেল আমতলি থানার পুলিশ। আনুমানিক ৬ থেকে ৭ লক্ষ্য টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক করা হল এক যুবককে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই সাফল্য পায় আমতলি থানার পুলিশ। আমতলি থানার ওসি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় জানান এইদিন দুপুরে আমতলি থানায় গোপন সংবাদ আসে আগরতলা রেল স্টেশনের বিপরীতে অন্নপূর্ণা হোটেলে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সাথে সাথে

আমতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। হোটেল ও তার পিছনে থাকা বাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নেশা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট। নেশা সামগ্রীর সাথে আটক করা হয়েছে মালিক সুশান্ত কুমার বনিককে। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে তদন্ত করা হচ্ছে। একই সাথে আরও বেশকয়েকটি জায়গায় তল্লাসি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

পাকিস্তানের চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার দুই সেনা

জয়সলমের, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি করার অপরাধে গ্রেফতার করা হল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত দুই জওয়ান। রাজস্থানের পোখরান থেকে চরবৃত্তি করার অপরাধে গ্রেফতার ওই দুই জওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের জয়পুরে নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে ধৃত জওয়ানের নাম বিচিত্র কুমার। বাড়ি ওড়িশায়। অপর জওয়ানের নাম রবি কুমার হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জয়পুরে নিয়ে আসা হয়েছে। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ওই দুই জওয়ানকে হানিট্রেপের মাধ্যমে ফাঁসিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনেক গোপন তথ্য পাকিস্তানকে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই দুই জওয়ানের বিরুদ্ধে।

কাশ্মীর থেকে ফেরা শ্রমিককে ৫০ হাজার টাকা দেবে রাজ্য

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স): কাশ্মীর থেকে ফেরা ১৩৩ জন শ্রমিককে এক কালীন ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নের একটি বৈঠকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাজ্য প্রশাসনের উদ্যোগে ঘরে ফিরেছেন কাশ্মীরে থাকা রাজ্যের শ্রমিকরা। ওইদিন ডাউন কলকাতা-জম্মু তাওয়াই (১৩১৫২) ট্রেনে ফিরেছেন প্রায় ১৩৮ জন শ্রমিক। তাদের মধ্যে ৫ জন অসমের ।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা ১৩৩ জন শ্রমিককে 'সমর্থন' প্রকল্পে এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি এই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে যাঁদের কোনও মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই তাদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাসস্থান করে দেওয়া হবে। এছাড়াও যদি তাদের অন্য কোনও রকম প্রয়োজন হয় তাহলে তারা যে যে জেলার বাসিন্দা সেই সেই জেলার ডিএম বা জেলাশাসকরা তাদের বিষয়গুলো সহানুভূতির সঙ্গে দেখবে।

গত মঙ্গলবার কুলগামের কাটারসুতে একটি বাড়িতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপরে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গিদের ওই গুলিতে নিহত হন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির ব্রাহ্মণী গ্রামের ৫ জন শ্রমিক। গুরুতর আহত হন একজন। নিহতদের নাম, কামরুদ্দিন শেখ, মুর্শিনাম শেখ, রফিক আহমদ শেখ, নইমুদ্দিন, রফিকুল আলম। এরপর থেকেই ছড়ায় উত্তেজনা। তারপরেই কাশ্মীরে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার। ফিরেই শ্রমিকরা জানিয়েছেন যে, কোনও মতেই তাঁরা আর কাশ্মীরে কাজ করতে যাবেন না। পাশাপাশি রাজ্য সরকার ধন্যবাদও জানিয়েছেন তাঁরা। এর আগেই রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল যে, যেহেতু কার্যত কর্মসংস্থান খুইয়েই রাজ্যে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন শ্রমিকরা, সে কারণে রাজ্যেই তাঁদের যে কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

ডোপিংয়ের অভিযোগে চার বছরের জন্য নির্বাসিত রবিকুমার কাতুলু

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে সোনাজয়ী ভারতের খেলোয়াড় রবিকুমার কাতুলুকে চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হল ডোপিংয়ের অভিযোগে। একটি ড্রাগ টেস্টে অকৃতকার্য হন রবি। তারপরই তাঁকে এই শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। !

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রতিবেশীকে কুপিয়ে খুন দোষীর জেলা ও জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। জমি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে গুনমনি শব্দকর - কে কুড়োল দিয়ে মাথায় এলোপাথাড়ি আঘাত করে খুন করে হারাধন শব্দকর। ঘটনা ২০১৮ সালের ২৯ শে মার্চ। তারপর গুনমনির বাবা গোপাল শব্দকর হারাধনের বিরুদ্ধে আমবাসা থানায় মামলা করে। মামলার তদন্তকারী অফিসার সঞ্জিব দেববর্মা তদন্ত করে আদালতে চার্জসিট জমা দেয়। দীর্ঘ শুনানির পর মঙ্গলবার জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি দাতা মোহন জমাতিয়া অভিযুক্ত হারাধন শব্দকরকে ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন কারান্ডের সাজা দেন এবং পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে তিন মাসের জেল এবং ২০১ ধারায় সশ্রম কারাদন্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের জেল। উল্লেখ্য এই খুনের ঘটনার সময় হারাধন শব্দকর ধর্ষণের মামলায় জামিনে বাইরে ছিলো। পরে ধর্ষণ মামলায় দোষী সাবস্ত্য হয়। তাকে দশ বছরের সাজা ঘোষনা দেয় আদালত।

৮ জানুয়ারী দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিল সিট্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও জন বিরোধী নীতির প্রতীবাদে ১২ দফা দাবীতে আগামী ৮ জানুয়ারী দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সিট্যু। তারই অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার রাজধানীর টাউন হলে রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন সংগঠিত করা হয়। এই কনভেনশনে ছিলেন সিট্যু নেতা মানিক দে, শঙ্কর প্রসাদ দত্ত, বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, রতন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। এই ধর্মঘটকে সফল করতে সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সিট্যু নেতা শঙ্কর প্রসাদ দত্ত। আগামী দিনে ধর্মঘটের সমর্থনে মহকুমা স্তরে প্রচারাভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

মেলাঘরের কানু দাস হত্যা মামলায় তদন্ত প্রক্রিয়া গুটিয়ে আনছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। প্রথম দিকে বিলম্ব হলেও মেলাঘর থানা এলাকায় কানু লাল দাসের হত্যার ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া অনেকটা গুছিয়ে এনেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ১৬ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ছিল কানু লাল দাস। ১৭ অক্টোবর নগ্ন অবস্থায় মেলাঘর ইলেকট্রিক অফিসের পেছন থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। সাথে সাথে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মেলাঘর হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে স্থানান্তর করে দেওয়া হয় জিবি হাসপাতালে। জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয় কানু লাল দাসের। কানু লাল দাসের মৃত্যুর পর রহস্য ধিরে ধিরে প্রকাশ্যে আসতে থাকে ।

জানা যায় মা ত্রিপুরেশ্বরি হোটেলে নানান অসামাজিক কাজ চলতো। এই হোটেলের অভ্যন্তরে কানুলাল দাস, হোটেলের মালিক কেশব সেন ও কর্মী সচিন্দ্র দাস এক সাথে মদ্যপান করতে বসে। এই মদ্যপানের আসরে তাদের মধ্যে বচসা হয়। যার জেরে শেষ পর্যন্ত প্রান হারাতে হয় কানু লাল দাসকে। কানুলাল দাসের মৃত্যুর পর মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। ঘটনার তদন্তক্রমে পুলিশ হোটেল মালিক কেশব সেনকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে সে পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে। যতটুকু খবর পুলিশ রিমান্ডে ধৃত কেশব সেনের কাছ থেকে বেশকিছু তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এইদিন ধৃত হোটেল মালিক কেশব সেনকে সাথে নিয়ে পুলিশ সেই হোটেলে যায়।

ধৃত কেশব সেন ঘটনার পুনঃ নির্মাণ করে দেখায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে। ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌভিক দে সহ অন্যান্যরা। পরে হোটেলটিকে সিল করে দেওয়া হয়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌভিক দে জানান এখনো ঘটনার তদন্ত চলছে। আপাতত তদন্তের স্বার্থে হোটেলটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।